দা'ওয়াত-তাবলীগের পদ্ধতি, প্রতিবন্ধকতা ও ইসলামে বন্ধুত্ব

হাফিয মুহাম্মাদ আইয়ূব বিন মুহা: ইদু মিয়া

আরিফ আরাফাত প্রকাশনী

www.waytojannah.com

Goto List

দা'ওয়াত-তাবলীগের পদ্ধতি, প্রতিবন্ধকতা ও ইসলামে বন্ধুত্ব

হাফিয মুহাম্মাদ আইয়ূব বিন ইদু মিয়া

প্রকাশিকা- শাবানা ও ফারজানা
পরিবেশনায়- আরিফ-আরাফাত প্রকাশনী ঢাকা
প্রথম প্রকাশ- মে ২০০৮ ঈসায়ী

কম্পিউটার কম্পোজ ও মুদ্রণে : তাওহীদ পালিকেশন্স
৯০ হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল ঢাকা।
ফোন : ৭১১২৭৬২, ০১৭১১৬৪৬৩৯৬

বিনিময়- ২৫ টাকা মাত্র

www.waytojannah.com

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
দা'ওয়াত তাবলীগের পদ্ধতি ও প্রতিবন্ধকতা	
ভূমিকা	৪
আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য	৫
দা'ওয়াত, তাবলীগ ও দা'ঈ অর্থ কী?	৫
দা'ওয়াত, তাবলীগের গুরুত্ব এবং তাৎপর্য	৫
তাবলীগ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা	৬
দা'ওয়াতী কাজ না থাকায় সমাজে যা হচ্ছে	৬
এগুলো কি চিন্তার বিষয় নয়	৬
বর্তমান মুসলিম সমাজে মারাত্মক ভ্রান্ত ধারণা	৯
ঈমান, ইসলাম ও দা'ওয়াতের প্রতিবন্ধকসমূহ	১০
দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ সকলকেই করতে হবে	১২
দা'ওয়াতী কাজ না করার ভয়াবহ পরিণাম	১২
দা'ওয়াত ও তাবলীগের মূল ভিত্তি	১৪
তাবলীগ কাদের নিকট করতে হবে?	১৪
দা'ঈ বা আহবানকারীর অপরিহার্য গুণাবলীসমূহ	১৫
দা'ওয়াতদাতার মূল বক্তব্য ও কাজ	১৫
সর্বাবস্থায় দা'ওয়াতী কাজ চালিয়ে যেতে হবে	১৬
দা'ওয়াত ও তাবলীগের কাজে কোন ব্যর্থতা নেই	১৭
দা'ওয়াতদাতার আমালে সতর্কতা	১৭
দা'ওয়াত ও তাবলীগী কাজের নীতিমালা	১৯
টার্গেটভিত্তিক ও সামষ্টিক দা'ওয়াতী কাজ	২০
টার্গেটভিত্তিক দা'ওয়াতী কাজের ফর্মূলা	২০
সামষ্টিক দা'ওয়াতী কাজের ফর্মূলা	২১
দা'ওয়াত দেয়ার সওয়াব	২২
দা'ওয়াতদাতার মর্যাদা	২২
আহবান	২৩
ইসলামে বন্ধুত্ব	
বন্ধুত্ব কী ও কেন?	২৪
বন্ধুত্বের কারণ	২৪
বন্ধু নির্বাচন	২৫
বন্ধুত্বের জন্য আপনার যা জানা ও বুঝা জরুরী	২৬
ব্যক্তিত্ব বন্ধুত্বের অন্তরায় নয়	২৯
বন্ধুত্ব টিকিয়ে রাখার কৌশল	২৯
বিপদ ও ধ্বংসের কারণ হয় যে বন্ধু	২৯
সৎ ও চরিত্রবানদের সাথে বন্ধুত্ব লাভ	৩১
বন্ধুর সাথে সাক্ষাতে লাভ	৩২
সহাবাদের বন্ধুত্বের নমুনা ও আহ্বান	৩৩

Goto List

অভিমত

দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দ্বীনি প্রতিষ্ঠান মাদ্‌রাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া যাত্রাবাড়ীর প্রিন্সিপাল, হাফিয মাওলানা মুহাম্মাদ আবূ হানিফ সাহেব বলেন-

الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومــن تبعهم باحسان إلى يوم الدين وبعد–

সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি আমাদেরকে মুসলিম হওয়ার তাওফীক দিয়েছেন। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক শ্রেষ্ঠ নাবী মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (ﷺ)'র উপর। ভাই হাফিয মুহাম্মাদ আইয়ূব তার লিখিত ছোট্ট পুস্তিকাটি আমাকে পাঠ করার জন্য দেন। আমি তার লিখিত "দা'ওয়াত-তাবলীগের পদ্ধতি, প্রতিবন্ধকতা ও ইসলামে বন্ধুত্ব" পুস্তিকাটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করে খুব মুগ্ধ হয়েছি। আমি মনে করি, বইটি খুব তথ্য সমৃদ্ধি কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে লিখা হয়েছে। আশা করি, পাঠক/পাঠিকা মুসলিম ভাই ও বোনেরা বইটি পড়ে নিজেদের পার্থিব জীবনে উপকৃত হতে পারবেন এবং সে অনুপাতে 'আমাল করলে পরকালেও নাযাত পেতে পারেন।

আমাদের মাঝে রসূলগণ আর আসবে না, তাই তাদের ওয়াহীর যে কর্মসূচী "দা'ওয়াত-তাবলীগ" সেই কাজটি আমাদের প্রত্যেককেই কম বেশী করতে হবে। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন : "তোমরাই সর্বোত্তম উম্মাত মানব জাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধ করবে। (আল ইমরান : ১১০) এ কর্মসূচী পালন না করার ফলে বর্তমানে সমাজে অসৎ কাজের প্রবণতা বেড়ে গেছে এবং ভাল কাজ ও ভাল মানুষের সংখ্যাও কমে গেছে। একজন মুসলিম হিসাবে বন্ধুত্ব স্থাপনের ক্ষেত্রেও আমাদেরকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। অসৎ মানুষকে বন্ধু হিসাবে কখনই গ্রহণ করা যাবে না, পক্ষান্তরে ভাল মানুষ তথা ঈমানদার ব্যক্তিকে ভালবাসার মাধ্যমে আল্লাহ এবং তার রসূলের ভালবাসা পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন তখন জীবরীল ('আ.)-কে ডেকে বলেন, আমি অমুক বান্দাকে ভালবাসি সুতরাং তুমি তাকে ভালবাস অতঃপর জিবরীল ('আ.) তাকে ভালবাসতে থাকেন এবং আকাশে ঘোষণা করেদেন যে, আল্লাহ তা'আলা অমুক বান্দাকে ভালবাসেন সুতরাং তোমরা সকলে তাকে ভালবাস, তখন আকাশবাসীও তাকে ভালবাসতে থাকে। (মুসলিম হাঃ ৪৭৬৮)

পরিশেষে, এ তরুণ লেখকের কাছ থেকে আমরা আরও তথ্যপূর্ণ লেখনী কামনা করি এবং সেই সাথে এ বইটি পাঠ করে পাঠক পাঠিকাগণ ব্যাপক উপকৃত হবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

লেখকের শুভ কামনায়

মু,আ,হানিফ
৩/৫/০৮ ইং

হাফিয মাওলানা মুহাম্মাদ আবূ হানিফ

www.waytojannah.com

Goto List

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين وبعد-

আল্ল-হ তা'আলা মুসলিম জাতিকে এমন দায়িত্ব ও কর্তব্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন যে, একজন মুসলিম মাত্রই একজন দাঈ বা আল্লা-র পথে আহ্বানকারী। দা'ওয়াত-তাবলীগের কাজ হচ্ছে মু'মিন জীবনের মিশন, ভাল কাজে আহ্বান ও খারাপ কাজে বাধা প্রদান মু'মিনের জন্য ফার্‌য। এই ফার্‌য কোন লক্ষ্য উদ্দেশহীন ফার্‌য নয় বরং একটি সুনির্দিষ্ট টার্গেট সামনে রেখে এ কাজ করা জরুরী। লক্ষ্য উদ্দেশ্যহীন দাওয়াত-তাবলীগ যুগ যুগ ধরে চলতে পারে, কিছু নামাযী সৃষ্টি হতে পারে, কিন্তু সত্যিকার অর্থে ঈমান-'আমাল, ব্যক্তি, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহ পুরোপুরি মেনে চলা সম্ভব নয়। ইসলাম বাতিলকে উচ্ছেদ করে দুনইয়ায় প্রতিষ্ঠার জন্যই এসেছে। যুগে যুগে নাবী রসূলগণ এবং তাদের অনুসারীরাও মানুষদেরকে আল্ল-হর দিকে তথা আল্ল-হর বিধি-বিধানের দিকে ডেকেছেন আর এই দা'ওয়াত কার্যকর হলে যাদের স্বার্থ নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা ছিল তারা এই দা'ওয়াতের বিরোধিতা করেছেন। দাঈকে এই পথ থেকে ফিরাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। বিভিন্ন প্রকারের যুল্‌ম নির্যাতনও চালানো হয়েছে। আল্ল-হর তরফ থেকে দেয়া এ দায়িত্ব পালনের জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তরে দ্বীনের দা'ওয়াত ও তাবলীগের জন্য আমাদের অস্থিরতা সৃষ্টি না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এ কাজ নিয়মিত ও সঠিকভাবে করা সম্ভব নয়। পারটাইম বা খেয়াল খায়েশ অনুযায়ী নয় বরং আমাদের জীবনের মূল মিশন মনে করে পেরেশানী ও আন্তরিকতার সাথে কুরআন-সুন্নাহ পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে শুধুমাত্র আল্ল-হর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে কাজ চালিয়ে যেতে হবে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। তাই আমরা দা'ওয়াতের কাজ কিভাবে করব? এ পুস্তক মানুষকে দা'ওয়াতের উপায় পদ্ধতি বলে দেবে। এতে বাস্তব দিকটাকে বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে– উদ্দেশ্য হলো বাস্তব পথ নির্দেশ দান।

এই বইটি সঙ্কলন করতে গিয়ে আহলে হাদীস লাইব্রেরী ঢাকার বিশাল গ্রন্থাগারে জ্ঞানীগুণীদের বই থেকে তথ্য নিয়েছি তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বইটিতে কোন ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে আমাদের জানালে কৃতজ্ঞ হবো এবং ইনশা-আল্ল-হ পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে।

নিবেদন

হাফিয মুহাম্মাদ আইয়ূব

www.waytojannah.com

Goto List

بسم الله الرحمن الرحيم

আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য : এ কথা সকলেরই জানা ও বুঝা জরুরী যে, আমাদেরকে বিশেষ গুণ ও বৈশিষ্ট্য দিয়ে কেন সৃষ্টি করা হয়েছে? সৃষ্টির সেরা জীব ও সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে আমাদের দায়িত্ব ও কাজ কী? আমরা কোন পথে চললে দুনইয়াতে শান্তি ও আখিরাতে মুক্তি পাব?

এ সম্পর্কে আল্ল-হ তা'আলা বলেন : ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

"আমি মানুষ ও জ্বিন সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমারই 'ইবাদাতের জন্য।"

(সূরাহ আয-যারিয়াত : ৫৬)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾

হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর। (সূরাহ আত-তাহরীম : ৬)

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾

" তোমরাই সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি, মানুষের মঙ্গলের জন্যই তোমাদের আগমন ঘটেছে, তোমরা সৎ কাজের আদেশ ও অন্যায় কাজে বাধা প্রদান করবে এবং আল্ল-হর প্রতি ঈমান রাখবে।" (সূরাহ আ-লু ইমরান- ১১০)

এ আয়াতসমূহ থেকে একটাই শিক্ষা পাচ্ছি যে, আল্ল-হর দাসত্ব বা 'ইবাদাত করাই মানুষের মূল কাজ। জান্নাত পেতে হলে শুধু নিজে নয়, পরিবার-পরিজনকেও জাহান্নাম থেকে বাঁচাতে হবে এবং শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে মানুষকে সৎ পথে আহ্বান ও অসৎ পথে বাধা প্রদান।

দা'ওয়াত, তাবলীগ ও দা'ঈ অর্থ কী? : দা'ওয়াত শব্দটি আরবী। এর অভিধানিক অর্থ ডাকা বা আহ্বান করা। ইসলামী পরিভাষায় আল্ল-হর পথে আহ্বান করাকে দা'ওয়াত বলে। তাবলীগ অর্থ প্রচার করা বা পৌঁছে দেয়া। আর ইসলামের পরিভাষায় কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা পৌঁছানো ও প্রচার করা। (আল-কামুস ৩য় খণ্ড, ৩৮ পৃষ্ঠা বরাতে দ্বীন ইসলামের তাবলীগ, অধ্যাপক হাফিয শাইখ আইনুল বারী আলিয়াভী- ৪৮ পৃষ্ঠা)। আর যিনি আল্ল-হর পথে আহ্বান করেন তাকে বলে দা'ঈ অর্থাৎ দা'ওয়াতদাতা।

দা'ওয়াত, তাবলীগের গুরুত্ব এবং তাৎপর্য : ইসলাম কল্যাণের ধর্ম। সর্বযুগের ও সর্বকালের মানুষের পথ নির্দেশক একমাত্র আদর্শ। ইসলামে দ্বীনহারা মানুষকে দ্বীনের দিকে আহ্বান জানানোকে দা'ওয়াত বলা হয়। বস্তুতঃ আত্মবিস্মৃত মানব জাতিকে আল্লা-হর পথে আহ্বান করাই ছিল নাবী-রসূলগণের প্রধান দায়িত্ব। আল্ল-হ বলেন-

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾

www.waytojannah.com

Goto List

"প্রত্যেক রসূলকেই তাঁর স্বজাতির ভাষা-ভাষী করে পাঠিয়েছি। তাঁদের নিকট পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য।" (সূরাহ ইবরাহীম : ৪)

শেষ নাবী (ﷺ)-কে কুরআন মাজীদে দা'ঈ (দা'ওয়াতদাতা) উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। ঘোষিত হয়েছে- ﴿وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا﴾

"আল্ল-হর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারীরূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে (আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি)।" (সূরাহ আল-আহযাব- ৪৬)

বস্তুত: মানুষের জীবনের যে কোন দিক যে কোনভাবে যতটুকু ইসলাম থেকে বিচ্যুত হবে, সেই দিক সেভাবে সেই পরিমাণে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হতে বাধ্য। এই অনিবার্য সত্যকে উপলব্ধি করে ইসলামের চির কল্যাণকর আদর্শের প্রতি মানুষকে আহ্বান জানানো, এই দ্বীন গ্রহণের জন্য দা'ওয়াত প্রদান এবং এর বিধি-বিধান, আদেশ-নিষেধ অনুযায়ী জীবন গঠনের জন্য বার্তা পৌঁছে দেবার যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা তা-ই দা'ওয়াতে দ্বীন।

আল্ল-হ তাঁর রসূলকে বলেন : ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ, قُمْ فَأَنْذِرْ, وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ﴾

"হে বস্ত্রাবৃত ব্যক্তি! উঠ, লোকদেরকে সাবধান কর। আপন পালনকর্তার মাহাত্ম্য ঘোষণা কর।" (সূরাহ আল-মুদ্দাসসির : ১-৩)

﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾

"আপন পালনকর্তার পথের প্রতি আহ্বান করুন জ্ঞানের কথা (কুরআন-হাদীস) বুঝিয়ে ও উত্তম উপদেশ শুনিয়ে।" (সূরাহ আন-নাহাল : ১২৫)

﴿فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ﴾

"এমতাবস্থায় তুমি আহ্বান জানাতে থাক। আর দৃঢ় থাক যেমনটি তোমাকে আদেশ করা হয়েছে। ওসব লোকের ইচ্ছা-বাসনার অনুসরণ করো না।" (সূরাহ আশ-শূরা : ১৫)

﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

"তোমাদের মধ্যে একটি দল থাকা চাই, যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে ডাকবে এবং ন্যায়ের আদেশ করবে ও অন্যায় থেকে নিষেধ করবে। তারাই হবে (দুনইয়া ও আখিরাতে) সফলকাম। (সূরাহ আ-লু ইমরান : ১০৪)

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾

"মু'মিনরা একে অপরের ভাই, সুতরাং তোমাদের ভাইদের (ইসলাহ) সংশোধন কর; আর তোমরা সকলেই আল্ল-হকে ভয় কর, এতে তোমাদেরকে রহম করা হবে। (সূরাহ হুজরাত : ১০)

www.waytojannah.com

Goto List

আব্দুল্ল-হ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত; নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আমার বাণী লোকেদের কাছে পৌঁছে দাও, তা একটি বাক্য হলেও। (বুখারী, আধুনিক প্রকাশনী- হাঃ ৩২০৩)

আবূ বাকরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে দা'ওয়াত পৌঁছে দেয়, হতে পারে উপস্থিত ব্যক্তি থেকে অনুপস্থিত ব্যক্তি অধিক অনুধাবনকারী। (বুখারী হাঃ ১৬২১)

উল্লিখিত আয়াত ও হাদীসসমূহ থেকে এটা শিক্ষা পাওয়া যাচ্ছে যে, আল্ল-হর পথে মানুষকে আহ্বান করা ফার্‌য। এক মু'মিন আরেক মু'মিনের ভাই, তাই তাদের সংশোধন করা, দ্বীনের একটা বাণী হলেও অপরের নিকট পৌঁছে দেয়া রসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র নির্দেশ। আর আল্ল-হর পথে আহ্বান করতে হবে দৃঢ় থেকে এবং জ্ঞানের কথা ও উপদেশ শুনিয়ে।

দা'ওয়াত ও তাবলীগের উদ্দেশ্য হলো, মানুষকে আল্ল-হ ও তাঁর রসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র দিকে তথা ইসলামী শারী'আতের দিকে আহ্বান করা। অসতর্ক লোকদেরকে দ্বীনের ব্যাপারে সতর্ক করা। সতর্ক লোকদেরকে দ্বীনের হুকুম-আহকাম মেনে চলার প্রতি উৎসাহিত করা এবং অসৎ কাজে বাধা দেয়া।

আজ দুর্ভাগ্য যে, মুসলিম সমাজ এ দা'ওয়াতী কাজকে এমনভাবে অবজ্ঞা করে চলেছে যে, এটি যেন জরুরী কোন বিষয় নয়। অথচ এ সকল কাজের জন্যই আল্ল-হ তা'আলা যুগে যুগে নাবী-রসূলদের নবূওয়াত ও রিসালাতের দায়িত্ব দিয়ে দুনইয়াতে প্রেরণ করেছেন। মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুনইয়া থেকে বিদায় নেয়ার পর যেহেতু অন্য কোন নাবী রসূল নবুওয়াত ও রিসালাতের দায়িত্ব নিয়ে আসবেন না, তাই এ দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে উম্মাতে মুহাম্মাদীর উপর।

শুধু দ্বীনদারী নয়, ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য দা'ওয়াত ও তাবলীগ হল মূল প্রাণ স্বরূপ। আজ এ দা'ওয়াত ও তাবলীগের কাজ পরিত্যাগ ও আমর বিল মা'রূফকে ছেড়ে দেয়াই উম্মাতের সব থেকে বড় ব্যাধি আর এ জন্য ছড়িয়ে পড়ছে বৃহৎ ফিতনা। এরই কারণে তার সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। একজন অপরাধী যদি নিজের অপরাধ সম্পর্কে অবগত না থাকে এবং কারো দ্বারা তা শুধরে দেয়ার ব্যবস্থাও না থাকে, যেমনটি কোন রুগী নিজের রোগ টের পাচ্ছে না বা অন্য কেউ তাকে সতর্কও করছে না, এমন অবস্থায় রোগ মুক্তির কি কোন উপায় থাকতে পারে? এভাবে দা'ওয়াত ও তাবলীগ ব্যতীত জাতির মুক্তি কি কোনভাবে সম্ভবপর?

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এ দা'ওয়াতের গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা এদেশে হাজার হাজার খৃস্টান মিশনারী সংস্থা অসতর্ক মুসলিমদেরকে ধর্মান্তরিত করছে অথবা তাদের নিজস্ব উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছে। তাছাড়া দেশীয় উপজাতিদের মাঝে মিশনারী কাজ করে খৃস্টান বানিয়ে লেবাননের মত এদেশেও রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। আভ্যন্তরীণ ও বহির্বিশ্ব থেকে চলছে বিজাতীয় সাংস্কৃতিক চর্চার উ'ন্মাতাল আহ্বান। আর নাস্তিক, মুর্তাদ ও ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের অপতৎপরতা। তাই আল্ল-হর পথে দা'ওয়াত বাংলাদেশের জাতীয় ঐক্যের প্রতীক। এ কার্যক্রম জাতীয় অসস্তিত্ব ও স্বাধীনতার রক্ষাকবজ।

www.waytojannah.com

Goto List

তাবলীগ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা : মুসলিম সমাজে 'ইবাদাতী রংয়ের যেসব বিধি-বিধান বংশানুক্রমে চলে আসছে শুধু সেগুলোর দা'ওয়াত দেয়া এবং সেটাকেই কেন্দ্র করে বসে থাকার নাম ইসলামের তাবলীগ বা ইসলাম প্রচার নয়। অর্থাৎ এতটুকু করেই এই মনে করা ঠিক নয় যে, তাবলীগ ও ইসলাম প্রচারের ফারয এর দ্বারাই আদায় হয়ে গেল এবং ধর্ম প্রচারকারী এতটুকু করলেই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করতে পারল। এতটুকুর দ্বারা তাবলীগ বা ধর্ম প্রচারের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ হবে মনে করাকে কুরআনে বর্ণিত তাবলীগের মূলনীতির আলোকে আদৌ সঠিক বলা যায় না। এটাকে আংশিক তাবলীগ বা আংশিক সংস্কার বিশেষ নামে অভিহিত করা যেতে পারে। কিন্তু শারী'আতের পরিভাষা হিসেবে এটাকে তাবলীগ বলা যেতে পারে না।

অধিকন্তু শারী'আতের নিয়ম পদ্ধতি পরিত্যাগ করে কারো মনগড়া পদ্ধতিতে অনুসরণ বা ব্যক্তিগত ও দলীয় স্বার্থপরতার কারণে, ভয়ে বা গা বাঁচানোর নীতি অবলম্বনের মানসে সত্য প্রচারে কুণ্ঠাবোধ বা কৌশল অবলম্বনের ধুয়া তোলা, বানোয়াট কথাবার্তা ও সহীহ ত্বরীকাকে পরিবর্তন করে ফেলা দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে (বিশেষ করে মুসলিমদের মাঝে তাবলীগ করার ব্যাপারে) কোনক্রমেই হিকমাত বলে গণ্য হতে পারে না।

দা'ওয়াতী কাজ না থাকায় সমাজে যা হচ্ছে : শতকরা ৯০ ভাগ মুসলিম অধ্যুষিত এ দেশে ইসলামী হুকুম মেনে চলা হচ্ছে না শিক্ষায়, ব্যবসায়ে, অনুষ্ঠানে, দিবসে, লেন-দেনে, রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনায়, আইনে, বিচারে, সাহায্যে, সেবায়, দানে, জবানে, আত্মীয়তায়, রাজনীতিতে, অর্থনীতিতে, সংস্কৃতিতে, নাটকে, সিনেমায়, গানে, রেডিওতে, টিভিতে, পত্র-পত্রিকায়, চাকুরীতে, বিয়েতে, ঘর-সংসারে, সন্তান পালনে, পোষাক পরিচ্ছদে, চলাফেরায়, ঈমানে, আমলে, আখলাক-চরিত্রে, আমানাতে, সম্মানে, দানে, খরচে, চোখে, রোযায়, যাকাতে, হাজ্জে ইত্যাদিতে। অথচ এসব বিষয় অবশ্যই ইসলামী বিধানুযায়ী করার জন্য অসংখ্য আয়াত ও হাদীসে জোর তাগিদ প্রদান করা হয়েছে।

এগুলো কি চিন্তার বিষয় নয় : এ দেশে রয়েছে লক্ষ লক্ষ মাজার, হাজার হাজার পীর, যেখানে সেখানে বেশ্যালয়, যুব সমাজ চরিত্রহীন হয়ে সমাজ বিষাক্ত করছে, নেশার ছোবলে যুব সমাজ ধ্বংসের পথে, শতকরা ৯০ ভাগ মুসলিমই বেনামাযী, শতকরা ৯৫ ভাগ মুসল্লীরই সঠিকভাবে সলাতের (নামাযের) মাস'আলা-মাসায়িল জানা নাই, সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য নয় বরং ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য ভিক্ষা করতে হয়, চোর-ডাকাত-টাউট লোকদের নেতৃত্ব সব জায়গায়, যুব সমাজকে সৎ ও ভবিষ্যতের যোগ্য মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য রাষ্ট্রীয়, সামাজিক এমনকি পারিবারিকভাবেও সঠিক তৎপরতা ও কর্মসূচী নেই। ঘুষ ছাড়া অফিসিয়াল কাজ হয় না। সুদ ছাড়া বড় ব্যবসা করা যায় না। লাইসেন্স নিয়ে যিনাহ ও মদ-বিক্রি হয়। তাই বর্তমান সমাজ নানা রকম পাপের কালিমায় কলুষিত ও বিজাতীয় কর্ম-কাণ্ডের সয়লাবে

www.waytojannah.com

Goto List

নিমজ্জিত। এমতাবস্থায় প্রতিটি নর-নারীর কর্তব্য ইসলামের প্রতিটি নির্দেশকে অনুসরণ করা এবং তার প্রচার কাজ জোরেশোরে অবিরাম গতিতে চালিয়ে যাওয়া। অন্যথায় এ সমস্যাগুলো কি আপনা আপনিই ঠিক হয়ে যাবে?

বর্তমান মুসলিম সমাজে মারাত্মক ভ্রান্ত ধারণা : দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমান মুসলিম সমাজে এমন সব মারাত্মক ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে যা খুবই উদ্বেগজনক। নিম্নে তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হলো :

০১. আংশিক ইসলামকেই অনেক মুসলিম পূর্ণাঙ্গ ইসলাম মনে করে।

০২. ইসলামের জীবন বিধান সম্পর্কে অনেক মুসলিমেরই স্বচ্ছ ধারণা নেই।

০৩. ইসলাম ও জাহিলিয়্যাতের মৌলিক পার্থক্যটুকুও অনেক মুসলিম বুঝে না।

০৪. ইসলাম সম্পর্কে যতটুকু জ্ঞান রাখে বাস্তব জীবনে অনেক মুসলিম ততটুকুও অনুশীলন করে না।

০৫. এমন বহু লোক রয়েছে যারা শারী'আর খুঁটিনাটি বিষয়ের মতপার্থক্যকে অনেক বড় করে দেখে উম্মাহর সংহতি বিনষ্ট করে চলেছে।

০৬. অনেক মুসলিম রয়েছে যারা আখিরাতের ক্ষতির তুলনায় দুনইয়ার ক্ষতিকে বড় করে দেখে।

০৭. এমন বহু মুসলিম রয়েছে যারা ইসলামী অনুশাসনগুলোকে এ যুগে অচল মনে করে।

০৮. অনেক মুসলিম মনে করে যৌবনে হারাম হালালের তোয়াক্কা না করে দুনইয়ার স্বাদ উপভোগ করে বৃদ্ধাবস্থায় তাওবাহ করলেই আখিরাতে নাযাত পাওয়া যাবে।

৯. অনেক মুসলিম মনে করে যে, মাঝে মধ্যে কোন বুযুর্গ ব্যক্তির নিকট গিয়ে দু'আ হাসিল করলেই আখিরাতে নাযাত পাওয়া যাবে (অর্থাৎ তারা মনে করে যে, নিজে কষ্ট করে ইসলামের অনুশীলন করার প্রয়োজন নেই)।

১০. অনেক মুসলিম নামধারী রয়েছে যারা কোন কোন জীবিত কিংবা মৃত ব্যক্তির প্রতি এমনভাবে ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে যা পূজার পর্যায়ে পড়ে।

১১. অনেক মুসলিম বহুবিধ কুসংস্কারে আকণ্ঠ নিমজ্জিত।

১২. সমাজে এমন অনেক মুসলিম রয়েছে যারা ইসলামের প্রতি বৈরী মনোভাব পোষণ করে এবং ইসলামের প্রতি কটাক্ষ করে বক্তব্য রাখে ও লেখালেখি করে।

১৩. মুসলিম সমাজে এমন বহু লোক রয়েছে যারা ইসলামের রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, কৃষ্টি ও আইন-কানুনের ওপর ইউরোপ-আমেরিকার রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, কৃষ্টি ও আইন-কানুনকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

(সূত্র : আল্ল-হর পরিচয় ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার প্রয়াস : ৪৬-৪৭ পৃষ্ঠা)

এ ভ্রান্ত ধারণাসমূহ শুধরিয়ে দেয়ার জন্য কি আমাদের কোন দায়িত্ব নেই?

www.waytojannah.com

Goto List

ঈমান, ইসলাম ও দা'ওয়াতের প্রতিবন্ধকসমূহ :

০১. ইসলাম সম্পর্কে জনসাধারণের জ্ঞানের অভাব : শতকরা ৯০ জন মুসলিমই মনে করেন যে, কালিমা, নামায, রোযা, হাজ, যাকাত ব্যতীত কুরআন-সুন্নাহর আর কোন বাধ্যবাধকতা নেই। অনেক মানুষ মনে করেন যে, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ, সংস্কৃতিতে কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশ অবজ্ঞা ও অগ্রাহ্য করলেও মুসলিম থাকা যায়।

০২. রাষ্ট্রীয় শিক্ষা ব্যবস্থা : তৎকালীন ইংরেজ শাসন আমলে যে আইন ও শিক্ষানীতি এবং কাঠামো ছিল, তা অদ্যাবধি রয়ে গিয়েছে। ইংরেজরা মুসলিম সমাজে ফাটল সৃষ্টির জন্য দ্বিমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিল। তা আজও বিদ্যমান। এ থেকে এক শ্রেণীর লোক বের হচ্ছে যারা সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় অধ্যয়ন করতে গিয়ে ইসলামী শিক্ষা থেকে বিচ্ছিন্ন, অন্য শ্রেণী মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় শুধু ধর্মীয় গ্রন্থাবলীতে অভিজ্ঞ হচ্ছে, বাস্তব জীবন ও ঘটনা প্রবাহের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক কিঞ্চিত। এ শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষা নিয়ে মানুষের চরিত্র গঠিত হয় না, মনুষ্যত্বেরও বিকাশ ঘটে না।

০৩. প্রচার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন : ইসলাম বিদ্বেষী সাংস্কৃতিক কর্মীরা ইসলামী কৃষ্টি কালচার ও ইসলামের পথে আহ্বানকারীদের বিরুদ্ধে কাজ করে যাচ্ছে। তারা ভারতের হিন্দুয়ানী ও পাশ্চাত্যের নোংরা বেহায়া সংস্কৃতি চর্চার জন্য এদেশীয় গণ মাধ্যমগুলোকে ব্যবহার করছে।

০৪. পরাশক্তিসমূহের ষড়যন্ত্র : বিশ্বের পরাশক্তিগুলো তাদের প্রভাব বলয় ঠিক রাখার জন্য বিভিন্ন রকম ষড়য়ন্ত্রে লিপ্ত। তাই প্রথমতঃ মুসলিম বিশ্বে তাদের প্রভাব ঠিক রাখা, দ্বিতীয়তঃ ইসলামী চেতনাকে তাদের প্রতি হুমকি মনে করে ইসলামী জাগরণ ঠেকানোর নিমিত্তে বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়ে রেখেছে। তারা মনে করে ইসলামী দা'ওয়াতী তৎপরতা এভাবে যথারীতি চলতে থাকলে শুধু মুসলিম বিশ্বেই নয়, তাদের নিজ দেশেও ইসলামী জাগরণ সৃষ্টি হবে, তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বিলীন হয়ে যাবে।

০৫. ব্যাংকার ও পুঁজিপতি সমাজ : যে সব ব্যাংক সুদের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত এবং যেসব পুঁজিপতি সে ব্যাংকগুলোর সাথে ব্যবসায়ে নিয়োজিত, তারাও ইসলামী দা'ওয়াতের পথে বাধা স্বরূপ কাজ করছে। যেহেতু ইসলামে সুদ হারাম, সেহেতু ইসলাম প্রতিষ্ঠা হলে তাদের সেই ব্যবসা সম্ভব হবে না। তাই ইসলামী দা'ওয়াতী তৎপরতা বিরোধী কাজকর্মগুলোকে তারা আর্থিক সহযোগিতাসহ বিভিন্ন রকম সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে।

০৬. জনগণের অর্থনৈতিক সংকট : বাংলাদেশের জনগণ দারিদ্র সমস্যায় জর্জরিত হওয়ায় তাদের অধিকাংশই রুজি রোজগার নিয়ে ব্যস্ত থাকে। সে জন্য অনেকে হয় নিজেকে দা'ওয়াতী কাজে নিয়োজিত করতে পারছে না, অন্যথায় আর্থিক সংকট দূর করতে ব্যস্ত হওয়ায় ইসলাম সম্পর্কে জানা শুনারও তেমন সময় সুযোগ পাচ্ছেন না।

০৭. দা'ওয়াত দানকারীদের মাঝে অনৈক্য : বাংলাদেশে যাঁরা দা'ওয়াতী কাজ করছেন, তারা কোন ব্যক্তি হোন বা সংস্থা হোন, পরস্পরে কাদা ছোড়াছুড়িতে

www.waytojannah.com

Goto List

০৭. দা'ওয়াত দানকারীদের মাঝে অনৈক্য : বাংলাদেশে যাঁরা দা'ওয়াতী কাজ করছেন, তারা কোন ব্যক্তি হোন বা সংস্থা হোন, পরস্পরে কাদা ছোড়াছুড়িতে লিপ্ত। ইসলামী সাইনবোর্ড নিয়ে একজন ইসলাম বিদ্বেষীর সাথে হাত মিলাতে পারেন। কিন্তু ইসলাম পন্থী কারো সাথে তার হাত মিলানো কঠিন। সামান্য খুঁটিনাটি বিষয়কে কেন্দ্র করে মতানৈক্যের পাহাড় গড়ে তুলেন পরস্পরে।

০৮. সামাজিক কুসংস্কার : এদেশে ইসলাম পূর্ব যুগের অধিবাসীগণ মূর্তিপূর্জার পৌত্তলিক ধর্মে বিশ্বাসী ছিল। তাদের কৃষ্টিকালচারের প্রভাব এখনো সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে গ্রোথিত।

০৯. দা'ওয়াতী কাজে ব্যাপক পরিকল্পনার অভাব : বাংলাদেশে কোন ব্যক্তি হোন বা সংস্থা হোন, তারা সকলে যতটুকু দা'ওয়াতী কাজ করছেন তা বিচ্ছিন্নভাবে। এগুলো ব্যাপক পরিকল্পনাধীন পরিচালিত হচ্ছে না। সকলে মিলে সহযোগিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে একজন আরেকজনের পরিপূরক হয়ে কাজ করছেন না।

১০. দা'ওয়াতী চেতনার অভাব : মুসলিম জাতি মূলতঃ দা'ওয়াত দানকারী সম্প্রদায় (Missonary Nation) চলাফেরা, উঠা বসায় সর্বাবস্থায় সে চেতনা তাঁদের সকলের মাঝে কাজ করবে এটাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু তাদের সকলের ভিতরে দা'ওয়াতী চেতনা থাকবে তো দূরের কথা, যাঁরা দা'ওয়াত দিচ্ছেন, তাঁরাই ইখলাসের সঙ্গে সেই চেতনা লালন করছেন না। যাঁরা বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক দা'ওয়াতী কাজে নিয়োজিত, তারাও সে কাজকে অফিসিয়াল দায়িত্বের মত মনে করে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। দা'ওয়াতী কাজকে তাদের জীবনের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করছেন না।

১১. দা'ওয়াত দানকারীদের মাঝে পর্যাপ্ত যোগ্যতার অনুপস্থিতি : যারা দা'ওয়াতী কাজ করছেন, যেমন 'আলিম সমাজ, বিভিন্ন সংস্থা, সংগঠন ইত্যাদির অনেকেই দা'ওয়াতী কাজে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নন। অথবা পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন নন। যতটুকু করছেন আবেগ তাড়িত হয়ে। তাছাড়া অনেকের রয়েছে সমকালীন জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞতা। এ ছাড়া তাদের অধিকাংশই ইসলামের যুগোপযোগী ব্যাখ্যা প্রদানে অক্ষম।

১২. দা'ওয়াত দানকারীদের মাঝে বিচক্ষণতার অভাব : তাদের দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে তথা বিষয় নির্বাচন, পরিস্থিতি যাচাই, উপস্থাপন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, অন্যকে নিজের লক্ষ্যপানে প্রভাবিতকরণ, ইত্যাদিতে প্রজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব বিরাজমান। (সূত্র : বাংলাদেশে ইসলামী দা'ওয়াত পথে সমস্যা ও সমাধান- মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান আন'ওয়ারী, ২২-২৬ পৃঃ)

www.waytojannah.com

Goto List

দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ সকলকেই করতে হবে

দা'ওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব পালন করেছেন আল্ল-হর প্রেরিত নাবী-রসূলগণ। শেষ নাবী ও রসূল (ﷺ)'র মৃত্যুর পর এ দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে মু'মিনদের উপর, বিশেষ করে কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান রাখেন এমন লোকদের উপর। রসূল (ﷺ) বলেছেন, "উলামা বা জ্ঞানীগণ হচ্ছেন নাবীগণের ওয়ারিশ।" (তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ, আহমাদ মিশকাত, তাহকীকুল আলবানী হাদীস নং- ২১২ পৃষ্ঠা ১/৭৪) অর্থাৎ নাবীগণের যে দায়িত্ব ছিল সে দায়িত্ব 'আলিম বা জ্ঞানী লোকেরা পালন করবেন। আর এ দায়িত্ব পালনে সামান্য কোন অবহেলা করার সুযোগ নেই।

দা'ওয়াতের দু'টি স্তর রয়েছে; যেমন- ফারযে 'আইন ও ফারযে কিফায়া। যখন সমাজের অধিকাংশ লোক সৎ কাজ তথা শারী'আত বিরোধী কাজ বেশী করে, আর সৎ কাজ ছেড়ে দেয় তখন দা'ওয়াত দেয়া ফারযে 'আইন- যা প্রত্যেক মু'মিন নর-নারীর জন্য অবশ্য কর্তব্য বা ফারয, তা পালন না করলে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। যখন সমাজের অধিকাংশ মানুষ সৎকাজ বেশী করে করবে আর গুনাহের কাজগুলো ছেড়ে দিবে তখন দা'ওয়াত দেয়া ফারযে কিফায়া। কেবল তখনই কিছু সংখ্যক লোক দা'ওয়াতের কাজ করলে বাকীদের জন্য যথেষ্ট হবে। বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে প্রতিটি মু'মিনের জন্য দা'ওয়াত ও তাবলীগের কর্মসূচীতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা ফারযে 'আইন। যিনি যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, তাকে সর্বাবস্থায় এ ফার্য পালনে সচেষ্ট থাকতে হবে। অন্যাথায় দুনইয়া ও আখিরাত উভয় জীবনে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে। তাই মিথ্যা ও ভ্রান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ মানব গোষ্ঠীর কাছে এ আহবান পৌঁছিয়ে দেয়াকে ইসলামী আদর্শের অনুসারীদের আদর্শিক দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া হয়েছে। দা'ওয়াতের কাজ আল্ল-হ তা'আলা উম্মাতে মুহাম্মাদীয়ার কোন বিশেষ শ্রেণীর হাতে নয়, গোটা উম্মাতের উপরই ন্যস্ত করেছেন। ধনী-গরীব, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, যুবক ও বৃদ্ধ, নর ও নারী সবাই এর অন্তর্ভুক্ত। এই দায়িত্ব থেকে কেউই মুক্ত নয়।

দা'ওয়াতী কাজ না করার ভয়াবহ পরিণাম

আল্ল-হ তা'আলা বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾

"হে রসূল! আপনি পৌঁছে দিন যা আপনার রব-এর পক্ষ হতে আপনার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে, যদি পৌঁছে না দেন, তাহলে আপনি আপনার রিসালাতের দায়িত্ব পালন করলেন না।" (সূরাহ আল-মায়িদাহ-৬৭)

﴿وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾

"আপনি আপনার রব-এর দিকে আহবান করুন আর আপনি কখনো মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত হবেন না।" (সূরাহ আল ক্বাসাস-৮৭)

﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾

"আপনি বলুন! এটাই আমার পথ যে পথে, আমি ও আমার অনুসারীগণ জাগ্রত জ্ঞান সহকারে আল্ল-হর পথে আহবান করি, আমি আল্ল-হর পবিত্রতা বর্ণনা করছি; আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।" (সূরাহ ইউসফ-১০৮)

www.waytojannah.com

Goto List

দা'ওয়াতের মূল কাজই হচ্ছে মানুষকে সৎ ও ভাল পথে আহবান করা, আর অন্যায় ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখা। কিন্তু কেউ যদি এই প্রধান কাজগুলো পালন না করে তাহলে তাদের প্রতি আল্ল-হর আযাব চলে আসা নিশ্চিত। সৎ কাজের আদেশ দেয়া ও অসৎ কাজের নিষেধ করা প্রতিটি মু'মিন মুসলিমের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। আল্ল-হ তা'আলা বলেন ঃ "বানী ইসরাঈলদের মধ্যে যারা কাফির তাদেরকে দাউদ ও মরিয়ম পুত্র ঈসা (আঃ)-এর মুখে অভিসম্পাত করা হয়েছে। এটা এ কারণে যে, তারা অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘন করেছিল। তারা পরস্পরকে মন্দ কাজে নিষেধ করত না, তারা যা করত তা অবশ্যই মন্দ ছিল। (সূরাহ আল-মায়িদাহ-৭৮-৭৯)

জারীর ইবনু আব্দুল্ল-হ (রাঃ) বলেন, রসূলুল্ল-হ (ﷺ) -কে বলতে শুনেছি, "যদি ক্বাওমের কোন ব্যক্তি পাপ কাজে লিপ্ত হয় এবং ক্বাওমের লোকেরা তাকে বারণ করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও বারণ না করে তবে মৃত্যুর পূর্বেই আল্ল-হ তা'আলা তাদেরকে আযাবে নিপতিত করবেন।" (মিশকাত ২য়-৪৯১৬)

নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্ল-হ (ﷺ) বলেছেন, 'আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখার (আদেশ-নিষেধ) মধ্যে শিথিলতা প্রদর্শনকারীর উদাহরণ এমন একদল লোক যারা একখানা নৌযান নিয়ে লটারি করলে কারো অংশে পড়ল নৌযানের নীচের তলা আর কারো অংশে পড়ল উপরিতল। নীচের তলার লোকেরা পানির জন্য উপরের লোকদের কাছে যাওয়া-আসা করতে থাকায় তাদের কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াল। তাই নীচের একজন একখানা কুঠার নিয়ে নৌকার তলদেশ বিদীর্ণ করতে শুরু করল। এতে উপরের লোকেরা এসে তাকে বলল, কি হয়েছে? তুমি এরূপ করছ কেন? সে বলল আমাদের জন্য তোমরা কষ্ট পেয়ে থাক, অথচ পানি আমাদের একান্ত প্রয়োজন, তাই এরূপ করছি। এখন সবাই যদি তাকে বাধা দেয় তবে ঐ লোকটাকে বাঁচাতে পারবে এবং নিজেরাও বাঁচবে। আর যদি তাকে যা ইচ্ছা তাই করার জন্য ছেড়ে দেয় তাহলে ঐ লোকটাকেও ধ্বংস করবে এবং নিজেরাও ধ্বংস হবে। (বুখারী হাঃ ২৪৯১)

উক্ত হাদীস থেকে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, অন্যায় অত্যাচারে লিপ্ত লোকদের বিরুদ্ধে হাক্বপন্থীদের অবশ্যই সোচ্চার হতে হবে। অন্যাথায় অন্যায়কারীদের মতো তাদের পরিণামও করুণ হবে।

জাবির (রাঃ) বলেন, রসূলুল্ল-হ (ﷺ) বলেছেন, আল্ল-হ তা'আলা জিবরাঈল (আঃ)-কে নির্দেশ দিলেন যে, অমুক শহরকে তার বাসিন্দাসহ উল্টিয়ে দাও। তখন জিবরাঈল (আঃ) বললেন, হে প্রভূ! তাদের মধ্যে আপনার অমুক বান্দাটি আছে যে জীবনে একটি পলকের জন্যও আপনার নাফরমানী করেনি। রসূলুল্ল-হ (ﷺ) বলেন ঃ অতঃপর আল্ল-হ তা'আলা ইরশাদ করলেন যে, শহরটিকে ঐ ব্যক্তিসহ ঐ লোকদের উপর উল্টিয়ে দাও। কেননা মুহূর্তের জন্যও ঐ ব্যক্তির চেহারা এসব দুষ্কর্মের কারণে পরিবর্তিত হয়নি। (মিশকাত ২য়- ৪৯২৫)

বানী ইসরাঈল সম্প্রদায় মানুষকে ভাল কাজের আদেশ করত কিন্তু অসৎ কাজে নিষেধ করত না, যার দরুণ তাদের প্রতি আল্ল-হর পক্ষ হতে আযাব নেমে আসে।

www.waytojannah.com

Goto List

তাই রসূলুল্ল-হ (ﷺ) বলেন, তোমাদের কেউ যদি কোন অন্যায় কাজ অনুষ্ঠিত হতে দেখে, সে যেন তার হাত দ্বারা প্রতিহত করে, আর যদি সে শক্তি তার না থাকে তাহলে সে যেন মুখের কথার দ্বারা তা বন্ধ করে। যদি মৌখিক বারণ করতেও অপারগ হয় তাহলে সে যেন অন্তরে উক্ত কাজকে ঘৃণা করে (এবং মনে মনে পরিকল্পনা করে তা প্রতিবিধান করতে সচেষ্ট হয়)। আর এটা (শেষটি) হল ঈমানের দুর্বলতম লক্ষণ।

(মুসলিম হাঃ ৮৫)

এ সম্পর্কে হুযাইফা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রসূলুল্ল-হ (ﷺ) বলেন, সে মহান আল্ল-হর শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তোমরা অবশ্যই সৎ কাজের আদেশ করবে আর অসৎ ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখবে, অন্যথায় আল্ল-হ তা'আলা তোমাদের উপর আযাব পাঠাবেন; আর (সে আযাব থেকে বাঁচার জন্য) তোমরা আল্ল-হর কাছে দু'আ করবে কিন্তু তখন তোমাদের দু'আ কবূল করা হবে না। (তিরমিযী, মিশকাত হাঃ ৪৯১১)

কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও হাদীস থেকে প্রমাণিত হল যে, বর্তমানে আমাদের সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দা'ওয়াত ও তাবলীগ চালিয়ে যাওয়া প্রতিটি নর-নারীর উপর ফারযে আইন ও ঈমানী দায়িত্ব। যা পালন না করলে গুনাহগার হতে হবে। কেউ যদি দা'ওয়াত না দেয়, আর আল্ল-হর পথে না ডাকে তাহলে মুশরিকদের মধ্যে গণ্য হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। কারণ, মুশরিকরা ত্বগূত বা শাইত্বানের দিকে আহবান করে, তাই মুসলিমদের উচিত হবে আল্ল-হর পথে আহবান করা।

দা'ওয়াত ও তাবলীগের মূল ভিত্তি

দা'ওয়াত ও তাবলীগের মূল ভিত্তি হচ্ছে দুটি : (১) মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। (২) সুন্নাত রসূল (ﷺ)। নাবী (ﷺ) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছেন- "আমি তোমাদের মাঝে দুটি বস্তু রেখে যাচ্ছি যা আঁকড়ে ধরে থাকলে তোমরা কখনোই পথভ্রষ্ট হবে না। তা হল- আল্ল-হর কিতাব (আল-কুরআন) এবং তাঁর রাসূলের সুন্নাত (হাদীস)।

(মিশকাত হাঃ ১৭৭)

উল্লেখ্য, সকল নাবী ও রাসূলগণের দা'ওয়াত ও তাবলীগের আলোচ্য বিষয় হল- আল্ল-হ তা'আলার জাত (মহান সত্তা) ও সিফাতসমূহের (গুনাবলীর) ইলম, তাঁর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি সম্পর্কে মানুষকে অবগত করা, সঠিক আক্বীদাহ ও 'আমাল শিক্ষা দেয়া। এবং ন্যায় অন্যায়, ভাল-মন্দ ও লাভ-ক্ষতির পার্থক্য নিরূপণ করে দেয়া। জানিয়ে দেয়া- কী কাজে সফলতা ও আল্ল-হ তা'আলার সন্তুষ্টি রয়েছে এবং কী কাজে ব্যর্থতা ও আল্ল-হ তা'য়ালার অসন্তুষ্টি রয়েছে। পরকালীন শাস্তি ইত্যাদি বিষয়।

তাবলীগ কাদের নিকট করতে হবে?

পরিবার পরিজন : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা কর।" (সূরাহ আত্-তাহরীম- ৬ আয়াত)

www.waytojannah.com

নিকট আত্মীয় স্বজনদেরকে : ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾

"(হে রসূল!) আপনি নিকটতম আত্মীয়দেরকে সতর্ক করুন। (সূরাহ আশ-শুরাহ- ২১৪)

সমাজের লোকদের নিকট : ﴿وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا﴾

"(এ কুরআন আমি অবতীর্ণ করেছি) যাতে আপনি মাক্কাবাসী ও পার্শ্ববর্তীদেরকে ভয় প্রদর্শন করেন।" (সূরাহ আল- আনয়াম- ৯২)

বিশ্বের সকল মানুষের নিকট : ﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ﴾

"তোমাদের মাঝে এমন একটি দল থাকতে হবে যারা মানব জাতিকে কল্যাণের পথে আহবান জানাবে।" (সূরাহ আ-লু ইমরান- ১০৪)

﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾

"তোমরা হলে সর্বোত্তম জাতি, মানব জাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে।" (সূরাহ আ-লু ইমরান- ১১০)

দা'ঈ বা আহবানকারীর অপরিহার্য গুণাবলীসমূহ :

যারা আল্ল-হর পথে আহবানের কাজ করে তাদের অবশ্যই সেসব বিশেষগুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হবে নিম্নে তা তুলে ধরা হল :

১। আল্ল-হর সন্তোষ অর্জনকেই সমগ্র তৎপরতার কেন্দ্রবিন্দু বানাতে হবে।

২। আহবানকারীকে সর্বাবস্থায় আল্ল-হর উপর নির্ভরশীল থাকতে হবে। কোন অবস্থাতেই আল্ল-হ ছাড়া অন্য কারো সাহায্যের উপর বিন্দু পরিমাণও ভরসা রাখা যাবে না।

৩। আহবানকারীকে ইসলামী জীবন দর্শনের উত্তম নমুনা হতে হবে।

৪। আহবানকারীকে অবশ্যই ইসলামী জীবন দর্শন ও জীবন বিধান সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে।

৫। আহবানকারীকে সর্বাবস্থায় উত্তেজনা পরিহার করে চলতে হবে। মনে রাখতে হবে, কারো আক্রমণাত্মক উক্তিতে বা কোন অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে উত্তেজিত হয়ে পড়া পরাজয়েরই নামান্তর।

৬। আহবানকারীকে কথা ও কাজের মিল রাখতে হবে।

৭। দা'ওয়াতী কাজকেই নিজের জীবনের লক্ষ্য মনে করতে হবে।

৮। আহবানকারীকে অবশ্যই উন্নত নৈতিক চরিত্র, মেজাজের ভারসাম্য, বিচক্ষণতা, হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা-ভাষণ, ভারসাম্যপূর্ণ জীবনে অভ্যস্ততা, আত্মসমালোচনায় অভ্যস্ততা, গঠণমূলক-সমালোচনায় অভ্যস্ততা, ধৈর্য ইত্যাদি গুণ অর্জন করতে হবে।

দা'ওয়াতদাতার মূল বক্তব্য ও কাজ : দা'ওয়াতদাতাদের বিশেষ করে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যে মূল কাজগুলো করতে হবে তা হচ্ছে-

www.waytojannah.com

Goto List

১। সর্বসাধারণের মাঝে ইসলামের মৌলিক আক্বীদাহ বিশ্বাসগুলো সুন্দর ও সহজ ভাষায় তুলে ধরতে হবে।

২। জাহিলিয়াতের শিরকের অবস্থা তুলে ধরে কালিমা তাইয়্যিবার বিপ্লবী বাণী সর্বসাধারণের মাঝে প্রচার করতে হবে। কেননা কালিমার সঠিক তাৎপর্য হচ্ছে আল্ল-হ তা'য়ালাকে ইবাদাতের জন্য একমাত্র প্রকৃত যোগ্য সত্তা জানা এবং নিজের জীবনের সকল দিক ও বিভাগে আল্ল-হ তা'আলা সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নেয়া; একই সাথে যারা আল্ল-হর সার্বভৌমত্বের বিপরীত নিজেদের সার্বভৌমত্ব দাবী করে, তাদের কর্তৃত্ব অস্বীকার করা।

৩। সমাজে প্রতিষ্ঠিত ও সর্বসাধারণের মনের বদ্ধমূল ধারণা, হিন্দুয়ানী 'আক্বীদাহ বিশ্বাস ও কুসংস্কারগুলো বিদূরিত করতে হবে।

৪। ভণ্ডপীর, কাদিয়ানী, বাহাই ও ইসলামের নামে ভ্রান্ত তরীক্বাপন্থীদের প্রচারিত 'আক্বীদাহ এবং বিজাতীয় মতবাদ তথা কুফরী মতবাদ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে হবে।

৫। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের নিকট দা'ওয়াত প্রদানের সময় তাদের মানসিকতা, ধর্মীয় চেতনা এবং তাদের ধর্মের নীতিমালার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে এবং বিশেষভাবে ধর্মীয় গোঁড়ামি বশতঃ ইসলামের প্রতি তারা যেসব প্রশ্ন করে থাকে বা তাদের মনে ইসলামের ব্যাপারে যেসব সংশয় সন্দেহ বদ্ধমূল রয়েছে সেগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

৬। দা'ওয়াতদাতাকে আরো গ্রহণযোগ্য উপায়ে সর্বসাধারণের নিকট সহজ ও আকর্ষণীয় উপায়ে বক্তব্য তুলে ধরার লক্ষ্যে আরো অধিক যোগ্যতা অর্জনের জন্য নিয়মিত উন্নততর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে।

৭। জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্ল-হর হুকুম পূর্ণরূপে নির্ভয়ে মেনে চলার জন্য প্রয়োজন- ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা। তাই ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এবং ইসলামের দুশমনদের ষড়যন্ত্রের কবল থেকে দ্বীন ও ঈমান রক্ষার জন্য সংগ্রামে নিজেকে ও অন্যদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

সর্বাবস্থায় দা'ওয়াতী কাজ চালিয়ে যেতে হবে : দা'ওয়াতদাতা রাতে দিনে যখনই সময় পাবেন তখনই তাকে সুযোগ বুঝে আল্ল-হর দ্বীনের দা'ওয়াত মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে, প্রকাশ্যে হোক বা গোপনে হোক। কারণ এটা তার জন্য ওয়াজিব।

নূহ ('আ.) নয়শত পঞ্চাশ (৯৫০) বছর বেঁচে ছিলেন, জীবনব্যাপী সুদীর্ঘকালের দিবানিশি প্রচেষ্টায় মাত্র ৮০ জন লোক তাঁর দা'ওয়াত কবূল করেছিলেন। তবুও তিনি নিরাশ হয়ে দা'ওয়াত দেয়া ছেড়ে দেননি।

দা'ঈ বা মুবাল্লিগদেরকে অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, দা'ওয়াত পৌঁছে দেয়াই হচ্ছে তার কর্তব্য, আর হিদায়াত দেয়ার দায়িত্ব হচ্ছে স্বয়ং আল্ল-হ তা'আলার। মহান আল্ল-হ তা'আলা বলেন ঃ ﴿وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾

www.waytojannah.com

Goto List

রসূল-এর কাজ শুধু স্পষ্টরূপে পয়গাম বা দা'ওয়াত পৌঁছে দেয়া।

(সূরাহ আল-আনকাবুত- ১৮)

কেউ যদি দা'ওয়াত কবুল নাও করে তবুও এ কাজ বন্ধ করা যাবে না, সদা সর্বদা নিষ্ঠার সাথে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে দা'ওয়াত ও তবলীগের কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

দা'ওয়াত ও তাবলীগের কাজে কোন ব্যর্থতা নেই

দা'ওয়াত ও তাবলীগের কাজের সফলতা দুনইয়াবী সফলতার মাপকাঠি দ্বারা নির্ণীত হয় না। কেননা একজন দা'ঈ তার পরম সফলতা হিসাবে আখিরাতের সফলতাকেই মুখ্য বিষয় হিসেবে বিশ্বাস করে। দুনইয়াতে সে উক্ত দায়িত্ব পালন করতে পেরেছে, এখানেই তার সফলতা। আম্বিয়া ('আ.) গণের কথাও তাই ছিল। তাই কুরআন মাজীদে তাদের বক্তব্য নিম্নরূপে তুলে ধরা হয়েছে- ﴿وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾

"স্পষ্টভাবে প্রচার করাই আমাদের দায়িত্ব।" (সূরাহ ইয়াসীন-১৭)

সমাজে ইসলাম পুরোপুরি প্রসার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করতে না পারলে, তাতে একজন প্রচারকের ব্যর্থতা নয়, বরং ইসলাম প্রচারকের সত্য দা'ওয়াতী কর্ম তৎপরতা চালিয়ে যাওয়াটাই বড় কথা।

দা'ওয়াতদাতার আমালে সতর্কতা : দা'ঈ বা আল্ল-হর পথে আহবানকারীকে আল্ল-হ বলেন : ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ﴾

"কি আশ্চর্য! তোমরা মানুষকে সৎ কাজের আদেশ কর এবং তোমরা নিজেরাই তা করতে ভুলে যাও। অথচ তোমরা কিতাব পাঠ কর।" (সূরাহ আল-বাক্বারাহ- ৪৪)

﴿لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾

"তোমরা এমন কথা কেন বল যা নিজেরা কর না?" (সূরাহ আস্‌সফ- ২)

﴿مَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ﴾

"আমার ইচ্ছা এটা নয় যে, আমি তোমাদেরকে যা নিষেধ করেছি তা নিজে করবো।" (সূরাহ হুদ- ৮৮)

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : মি'রাজের রাতে আমি এমন কতিপয় লোকদেরকে দেখেছি, আগুনের কাঁচি দ্বারা তাদের ঠোঁট কাটা হচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলাম, হে জিবরাঈল! এরা কারা? বললেন, এরা আপনার উম্মাতের বক্তাগণ যারা মানুষদেরকে ভাল ভাল কাজের জন্য আদেশ করত; আর নিজেদেরকে ভুলে থাকত। (মিশকাত হাঃ ৪৯২২)

www.waytojannah.com

Goto List

উসামা ইবনু যায়িদ (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : ক্বিয়ামাতের দিন এক ব্যক্তিকে এনে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এতে নাড়ি ভুঁড়ি আগুনে বের হয়ে পড়বে এবং গাধা যেমন আটা পিষার সময় চাক্কির চতুষ্পার্শ্বে ঘুরতে থাকে অনুরূপ সেও এর (নাড়ি-ভুঁড়ির) চারপার্শ্বে ঘুরতে থাকবে। এসময় জাহান্নামবাসীরা তার নিকট জমায়েত হয়ে জিজ্ঞেস করবে হে অমুক! তোমার ব্যাপার কী? তুমি আমাদেরকে ভাল কাজের আদেশ করতে এবং খারাপ কাজ হতে নিষেধ করতে। সে বলবে, আমি তোমাদেরকে ভাল কাজের আদেশ করতাম বটে; কিন্তু নিজে তা করতাম না। আর তোমাদেরকে খারাপ কাজ হতে নিষেধ করতাম বটে; কিন্তু এতে লিপ্ত হতাম।

(মিশকাত হাঃ ৪৯১২)

একজন দা'ঈকে (আল্ল-হর পথে আহবানকারীকে) একান্তভাবে সদাচারী হতে হবে। শত্রু-মিত্র সকলের সাথে নম্র ও সৎ আচরণ করতে হবে। নিজের কাজ-কর্ম, কথা-বার্তা, চাল-চলনের দ্বারা কেউ যেন কষ্ট না পায় সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। দা'ওয়াতের জন্য নির্বাচিত ব্যক্তি যেন অবশ্যই দা'ঈকে একজন কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি বলে মনে করে।

আল্ল-হ তা'আলা বলেন ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ﴾

"বল! এর জন্য আমি তোমাদের কাছে পারিশ্রমিক চাই না, এটা তো শুধু বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ।" (সূরাহ আল-আন'আম- ৯০)

অর্থাৎ আমি তোমাদের জীবনকে পরিপাটি করার জন্য যে সব নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছি, তজ্জন্য তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না। এটি হচ্ছে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ ও শুভেচ্ছা বার্তা। প্রচারকার্যের কোনরূপ পারিশ্রমিক গ্রহণ না করার কার্যকারিতা বা প্রভাব অনস্বীকার্য।

দা'ওয়াতী কার্যে সহজতা ও পূর্ণ আস্থাশীলতা : আনাস (রাঃ) বলেন : রসূল (ﷺ) বলেছেন, সহজ কর, কঠিন করো না, সুসংবাদ দাও, বিরক্তি সৃষ্টি করো না- (বুখারী হাঃ ৬৯)। অন্য আয়াতে আল্ল-হ বলেন, "আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে ভোগ-বিলাসের উপকরণ দিয়েছি তার প্রতি তুমি কখনও তোমার চক্ষুদ্বয় প্রসারিত করো না। তাদের জন্য তুমি ক্ষোভও করো না। তুমি মু'মিনদের জন্য তোমার বাহু অবনমিত কর"- (সূরাহ আল হিজর-৮৮)। সুতরাং দা'ঈকে বা আল্ল-হর পথে আহবানকারীকে আল্ল-হ বলেন, তাক্বওয়া ভিত্তিক জীবন গড়ে তোলার সাধনায় মগ্ন থাকতে হবে। এজন্য তাকে আল্ল-হর সাথে গভীর সম্পর্ক রাখতে হবে। দাঈ যখন আল্ল-হর সন্তুষ্টির পূর্ণ আস্থা নিয়ে কাজ করে তখন কোন অবস্থাতেই সে নিরাশ হয় না। নিন্দা, তিরস্কার, কটাক্ষ, সমালোচনা, অত্যাচার, নির্যাতন, আঘাত, ব্যর্থতা কোন কিছুই তাকে হতোদ্যম করতে পারে না। কারণ সে তো কাজ করে মহান আল্ল-হর সন্তুষ্টি লাভের সুমহান এক লক্ষ্যে।

www.waytojannah.com

দা'ওয়াত ও তাবলীগ কাজের নীতিমালা

কুরআনুল কারিম কি দা'ওয়াত ও তাবলীগের বিশেষ কোন নীতিমালা নির্দেশ করেছে? 'দা'য়ী ইলাল্লাহ' এর জন্য কি অলঙ্ঘনীয় কোন বিধান রয়েছে? দা'ওয়াত ও তাবলীগের পন্থা ও প্রকৃতি নির্ধারণ করতে হবে পরিবেশ পারিপার্শ্বিকতা, প্রকৃতিগত বিভিন্নতা এবং দ্বীনের কল্যাণ ও অকল্যাণের নিরিখে।

যেহেতু স্থান, কাল-পাত্রের সাথে সঙ্গতি রেখে দা'ওয়াতের ধরণ ও প্রকৃতি নির্ধারণ করতে হয়, আর স্থান , কাল-পাত্রের পরিবর্তন যেহেতু সৃষ্টিতে স্বাভাবিক নিয়ম, তাই একজন যথার্থ দা'ঈর জন্য উপস্থিত বুদ্ধি ও বাগ্মিতা উভয়টিই অপরিহার্য। উপরন্তু তার থাকতে হবে মানুষের সহজাত প্রকৃতি ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শিরা-উপশিরার উপর গভীর জ্ঞান এবং সমাজের নাজুক ও স্পর্শকাতর দিক সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা। অতএব দা'ওয়াত প্রদানে দা'ঈ ও মুবাল্লিগের জন্য কী করণীয় এবং কী বর্জনীয়, কী তাকে বলতে হবে এবং কী সে বর্জন করবে, দা'ওয়াত প্রদানে সে কী প্রক্রিয়া অবলম্বন করবে, তার জন্য কি কোন অলঙ্ঘনীয় সুনির্দিষ্ট বিধান বা সীমারেখা আছে, এটা আগাম নির্ধারণ করে দেয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। কারণ দা'ঈকে প্রতিটি পরিবর্তনশীল সমাজ ও পরিবেশ অনুসরণ করতে হয়।

দা'ওয়াত ও তাবলীগের কর্মসূচীকে কোন সংবিধিবদ্ধ নীতিমালার অধীন করা হলে অবস্থা তাই দাঁড়াবে যা জনৈক ব্যক্তির তার বেতনভোগী চাকরের সাথে হয়েছিল। ঘটনাটি নিম্নরূপ :

জনৈক ভদ্রলোক একজন বেতনভোগী কর্মচারী নিয়োগ করলো এবং তার উপর মাত্রাতিরিক্ত কাজের চাপ সৃষ্টি করে তাকে প্রচন্ড রকমের ব্যতিব্যস্ত করে তুললো। ফলে কর্মচারী বিরক্ত হয়ে মালিকের কাছে অনুরোধ করলো, তাকে যেন তার দায়িত্বসমূহ লিপিবদ্ধ করে দেয়। যেন সে তদনুযায়ী আপন দায়িত্ব পালন করতে পারে। মালিক তাকে কাজের সূচী তৈরি করে দিল- অমুক সময় বাজার করা, অমুক সময়, ঘর ঝাড়ু দেয়া, অমুক সময় এ কাজ, অমুক সময় ঐ কাজ ইত্যাদি। কর্মচারী সূচীবদ্ধ কাজসমূহকেই তার একমাত্র দায়িত্ব মনে কাজ করে যেতে লাগল। ঘটনাক্রমে একবার বেচারা মালিক ঘোড়ায় চড়ে কোথাও যাচ্ছিল। ঘোড়ার পিঠ হতে সে নামতে গিয়ে তার দু'পা রেকাবে আটকে গেল এবং তা তার জীবনের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াল। ঘোড়া তাকে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে চললো, এমতাবস্থায় মালিক চিৎকার করে বলছে, জলদি ছুটে আস, আমাকে বাঁচাও। কর্মচারী জবাব দিল- জনাব! একটু খানিক থামুন, সূচী দেখে নেই, আমার দায়িত্বে এ কাজটি আছে কি না। মনিবের জীবন যখন চলে যাওয়ার উপক্রম, জীবন-মৃত্যুর টানা-হেঁচড়ায় সে ব্যস্ত, এমন কঠিন মুহূর্তে চাকর মহোদয়ের ডিউটি সূচী পালন করতে গিয়ে অসহায় মালিকের জীবনটাই সাঙ্গ হয়ে গেল। নিজস্ব বেতনভোগী কর্মচারী হয়েও সে তার কোন উপকারে এল না।

দ্বীনী দা'ওয়াত ও তাবলীগের কাজটি বড়ই স্পর্শকাতর বিষয়। তার ক্ষেত্র অনেক বিশাল ও বিস্তৃত। দা'ওয়াতের স্থান-কালের বিভিন্নতার কারণে তার নীতি ও সীমারেখাও বিভিন্ন।

www.waytojannah.com

Goto List

টার্গেটভিত্তিক ও সামষ্টিক দা'ওয়াতী কাজ : সমাজে প্রত্যেক যুগেই এমনও বহু লোক ছিলেন যাঁরা তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামের অনুশাসন মেনে চলতেন। তাঁরা ছিলেন পরহেযগার। দ্বীনের দা'ওয়াত কখনো কখনো অন্যদের সামনে তুলেও ধরতেন। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সমাজে রূপান্তরিত করার জন্য যেই আন্দোলন ও সংগঠন গড়ে তোলা দরকার সেই ক্ষেত্রে তাঁদের তেমন পদচারণা আমরা দেখি না।

বর্তমান অধঃপতিত মুসলিম সমাজেও যথেষ্ট সংখ্যক সৎ লোক রয়েছেন। সন্দেহ নেই, তাঁদের সুসংগঠিত আন্দোলনের উপরই নির্ভর করছে মুসলিম সমাজের সামগ্রিক সংশোধন।

ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইসলামী জীবন দর্শন ও জীবন বিধানের বিভিন্ন ধারণা গণ-মানুষের সামনে উপস্থাপন করে তাদেরকে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী জীবন গড়ে তোলার জন্য উদ্বুদ্ধ করার নামই তাবলীগে দ্বীন। এ কাজেরই আরেক নাম দা'ওয়াত ইলাল্ল-হ।

তাবলীগে দ্বীনের কার্যক্রমকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় যথা :

১) ব্যক্তিগত টার্গেট ভিত্তিক দা'ওয়াতী কাজ।

২) সামষ্টিক দা'ওয়াতী কাজ।

আসুন এই দুই ধরনের কার্যক্রম সম্পর্কে আমরা কিছু আলোচনা করি।

টার্গেটভিত্তিক দা'ওয়াতী কাজের ফর্মূলা : মুসলিম মাত্রই আল্ল-হর দ্বীনের প্রচারক। আজকের এ ব্যাপক অবনতির যুগেও এমন অনেক মুসলিম ভাইই আছেন, যারা ইসলামের দা'ওয়াত অন্যের নিকট পৌঁছে দেয়াকে নিজেদের ওপর ফারয মনে করেন। কিন্তু পরিবেশ ও পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে শ্রোতার মানসিক অবস্থা অনুযায়ী বক্তব্য পেশ না করায় অনেক সময় বিপরীত প্রতিক্রিয়া হয়।

ভালো কথা ভালো করে বলার মধ্যেই তার সার্থকতা। বিশেষ করে ইসলামের সত্য ও সুন্দর আদর্শ যারা প্রচার করেন এক্ষেত্রে তাদের দায়িত্ব অনেক। শুধু ভালো করে বলাই নয়, শ্রোতার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণও তাদের প্রাথমিক দায়িত্ব। এছাড়াও অনেক বিষয় রয়েছে যা অবশ্যই দা'ওয়াতদাতাকে মেনে চলতে হবে। যথা :

০১. মেধাবী, বুদ্ধিমান, কর্মঠ, চরিত্রবান, প্রভাবশালী ও নেতৃত্বের গুণাবলীসম্পন্ন লোক বাছাই করে নেয়া।

০২ যেহেতু একই সময়ে বিপুল সংখ্যক মানুষের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা সুকঠিন সেই জন্য একজন মুবাল্লিগের কর্তব্য হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কিছু সংখ্যক ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করে নেয়া।

০৩. নির্বাচিত ব্যক্তিদের সাথে ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি করা।

০৪. সারাদিনের কোন অংশে তাঁরা কম ব্যস্ত থাকেন তা জেনে নিয়ে সেই সময় তাঁদের সাথে দেখা করতে যাওয়া।

০৫. নিজের বক্তব্য গুছিয়ে ও হৃদয়গ্রাহীরূপে পেশ করা।

০৬. তাঁরা কটূক্তি করলেও জবাবে কটূক্তি না করা।

০৭. তাঁদের সাথে নম্রভাবে আলাপ করা।

www.waytojannah.com

Goto List

০৮. তাঁদের কাছে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করে তাঁদের বিরক্তির উদ্রেক না করা।

০৯. তাঁদের প্রশ্নগুলোর সুন্দর জবাব দেয়া।

১০. যেসব প্রশ্নের জবাব জানা নেই সেগুলোর গোঁজামিল ধরনের জবাব না দিয়ে সময় চেয়ে নেয়া ও সঠিক জবাব জেনে নিয়ে পরবর্তী সাক্ষাতের সময় সে জবাব পেশ করা।

১১. মাঝে-মধ্যে তাঁদেরকে নিজের ঘরে এনে আপ্যায়ন করে আন্তরিকতা সৃষ্টি করা।

১২. তাঁদের অসুস্থতার খবর পেলে তাঁদেরকে দেখতে যাওয়া।

১৩. তাঁদেরকে মাঝে মধ্যে বই, পত্রিকা বা কোন উপহার দেয়া।

১৪. বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হ্যান্ডবিল তাঁদের হাতে পৌঁছানো।

১৫. তাঁদের মন-মেজাজ বুঝে প্রয়োজনীয় বই পড়ানোর চেষ্টা করা।

১৬. তাঁদের কুরআন তাফসীর, হাদীস, ইসলামী বই ইসলামী পত্র-পত্রিকা পড়ানোর চেষ্টা করা।

১৭. তাঁদেরকে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভায় নিয়ে যাবার চেষ্টা করা।

১৮. সপ্তাহে অন্তত দুই দিন তাঁদের সাথে দেখা করা।

১৯. কর্মস্থলে কাজের ফাঁকে যখন সহকর্মীদের সাথে কথাবার্তা হয় তখন বেহুদা কথাবার্তা না বলে দ্বীনী কথা বলা।

২০. মাঝে মাঝে সফরে নিয়ে যাওয়া ও তাদের সাথে দ্বীনী বাক্যালাপ করার চেষ্টা করা।

সামষ্টিক দা'ওয়াতী কাজের ফর্মূলা :

০১. কোন মাসজিদে বা সুবিধাজনক স্থানে নিয়মিতভাবে দারসুল কুরআন অনুষ্ঠান করা।

০২. ভাল আলোচক দ্বারা কোন মাসজিদে ইসলামের মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সভা অনুষ্ঠান করা।

০৩. মাসজিদ কেন্দ্রিক এলাকায় সর্বসাধারণের মাঝে, মাঝে-মাঝে অন্তত দু'বার গ্রুপভিত্তিক দা'ওয়াতী কাজ করা।

০৫. ইসলামী জীবন দর্শন ও জীবন বিধানের ওপর জ্ঞানগর্ভ লেখা প্রকাশ করা।

০৬. ক্যাসেটের মাধ্যমে ইসলামের মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর বক্তৃতা গণ-মানুষের নিকট পৌঁছানো।

০৭. ঈমানের দৃঢ়তা, আক্বীদার পরিচ্ছন্নতা ও গণজাগরণের লক্ষ্যে ইসলামী বই ও পত্রিকা প্রকাশ করা।

০৮. ইসলামী পাঠাগার স্থাপন করে জ্ঞান অর্জনের গুরুত্বের উপর সভা-সেমিনার করা।

০৯. বই পড়ানো ও ক্যাসেট শোনানোর জন্য গ্রাহক সৃষ্টির অভিযান চালানো।

১০. জুমু'আর খুতবা, ঈদের খুতবার মাঝে বা অন্য কোথাও সুযোগ হলেই দ্বীনী আলোচনা পেশ করা।

১১. বিভিন্ন স্যাটেলাইটের মাধ্যমে বর্তমানে বিশ্বের সংবাদ পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্তে মুহূর্তের মধ্যে পৌঁছে যায়। তাই রেডিও, টিভি, ইন্টারনেট ইত্যাদির মাধ্যমে দা'ওয়াত পৌঁছানো।

www.waytojannah.com

Goto List

এভাবে এইসব কার্যক্রমের ভেতর দিয়ে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব এক প্রান্ত হতে গণ-মানুষের সামনে বার বার উপস্থাপিত হতে থাকলে ইনশা-আল্ল-হ, মানুষের চিন্তার ভ্রান্তি ক্রমশ দূর হতে থাকবে, ইসলাম সম্পর্কিত সংকীর্ণ ধারণার অবসান ঘটবে, ইসলামই যে মানুষের সত্যিকার উন্নতির গ্যারান্টি এই ধারণা বদ্ধমূল হবে এবং তাদের মনে ইসলামী সমাজ বিনির্মাণের আগ্রহ সৃষ্টি হবে।

দা'ওয়াত দেয়ার সওয়াব :

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ - وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

ঈমানদার পুরুষ ও নারী একে অপরের (দ্বীনী) সাথী ও সহযোগী। তারা যাবতীয় ভাল কাজের আদেশ দেয় আর অন্যায় ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে, সলাত (নামায) কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে, আর আল্ল-হ ও তদীয় রসূলের আনুগত্য করে, এদেরই উপর আল্ল-হ তা'আলার এই ওয়াদা যে, তাদেরকে এমন জান্নাত দান করা হবে যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবহমান এবং সেখানে তারা চিরদিন থাকবে, আর চির সবুজ শ্যামল বাগিচায় তাদের জন্য পবিত্র পরিচ্ছন্ন বসবাসের জায়গা থাকবে, আর সবচেয়ে মর্তবা এই যে, তারা আল্ল-হ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ করবে,এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সাফল্য। (সূরাহ আত্-তাওবাহ-৭১-৭২)

সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত; আল্ল-হর শপথ! যদি তোমার দ্বারা আল্ল-হ তা'আলা একজন লোককে হিদায়াত দীন করেন তাহলে তোমার জন্য একটি (বহু মূল্যের) লাল উট লাভ করার চেয়েও উত্তম হবে। (বুখারী, আবূ দাউদ হাঃ ৩৬২০)

"আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন; রসূলুল্ল-হ (ﷺ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কাউকে সৎ পথের দিকে ডাকে, তার জন্যও সেই পরিমাণ সাওয়াব রয়েছে যা তার অনুসারীদের জন্য রয়েছে, অথচ এটা তাদের সাওয়াবের কোন অংশকেই কমাবে না; পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কাউকেও গোমরাহীর দিকে ডাকে তার জন্যও সেই পরিমাণ গুনাহ রয়েছে, যা তার অনুসারীদের জন্য রয়েছে, অথচ এটা তাদের গুনাহর একটুও কমাবে না।" (মুসলিম, মিশকাত হাঃ ১৫১)

"কল্যাণের পথ প্রদর্শনকারী ব্যক্তি কল্যাণকারীর ন্যায় নেকীর অধিকারী হবে।"

(মুসলিম, মিশকাত হাঃ ১৯৯)

দা'ওয়াতদাতার মর্যাদা :

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, আল্ল-হর পথে সকাল অথবা সন্ধায় কিছু সময় ব্যয় করা দুন্ইয়া এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছুর চেয়েও উত্তম। (বুখারী হাঃ ২৫৮৫)

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾

www.waytojannah.com

Goto List

"তার কথার চেয়ে উত্তম কথা আর কী হতে পারে যে আল্ল-হর দিকে আহবান করে, সৎ 'আমাল করে এবং বলে আমি একজন মুসলিম- আত্মসমর্পণকারী।" (সূরাহ হা-মীম সাজদাহ-৩৩)

আব্দুর রহমান ইবনু জুবায়ির (রাঃ) হতে বর্ণিত; রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আল্ল-হর পথে চলতে কোন বান্দাহ পদযুগল ধূলায় মলিন হলে তাকে (জহান্নামের) আগুন স্পর্শ করবে না। (বুখারী হাঃ ২৬০১)

রসূলুল্ল-হ (ﷺ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্ল-হর রাস্তায় বের হয় তৎপর কোন রূপ দুর্ঘটনা কিংবা সর্প দংশন, রোগে অথবা অন্য কোনও কারণে মারা যায়, সে শহীদের দরজা পাবে, তার জন্য জান্নাত অবধারিত। (আবূ দাউদ, মিশকাত হাঃ ৩৬৬৪)

আহবান!

দা'ওয়াতী কাজকে জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য মনে করতে হবে। কুরআন কারীমে (أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ) এর গুরুত্ব দান করেছে এ জন্য যে, আমাদের দুন্ইয়াতে প্রেরণ ও বসবাস করানোর উদ্দেশ্য কেবল এটাই যে, ঈমানদার দা'ওয়াতকে জীবনের একমাত্র লক্ষ্যে পরিণত করবে। একে পার্ট টাইম কিংবা অতিরিক্ত গৌণ কাজ মনে করে করা উচিত নয়। বরং হালাল উপার্জন যেটুকু প্রয়োজন সেটা অর্জন করেই সাথে সাথে যতটা সম্ভব বেশী বেশী এই পবিত্র কাজে সময় ব্যয় করা উচিত; বরং মনে এরূপ ধারণা থাকা দরকার যে, উপার্জনের কাজে আমার যে সময় ব্যয় হলো এটা দা'ওয়াতের কাজ থেকে কর্তন করা হচ্ছে। সহাবায়ি কিরাম (রাঃ) ও তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণকারী নেক বান্দাগণ এ বিষয়টাকে খুব ভালোভাবে বুঝেছিলেন। তাঁরা দুন্ইয়া ব্যাপী ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি-বাকরি, ভ্রমণ যে কোন উদ্দেশ্যেই গমন করুন না কেন, তাঁদের স্মরণে এ কথা পরিষ্কার জাগরুক থাকত যে, তাঁরা দুন্ইয়াতে রোযগারের জন্য আসেননি বরং কল্যাণ ও ঈমান ছড়ানোর জন্য এসেছিলেন। সেজন্য তাঁরা যেখানেই গিয়েছেন, সেখানেই ঈমানের দা'ওয়াত দিয়েছেন।

তাই পরিশেষে বলতে চাই, বাংলাদেশে রয়েছে প্রায় দুই লক্ষ মাসজিদের ইমাম, প্রায় দশ হাজার মাদরাসায় লক্ষাধিক শিক্ষক, তাবলীগ জামা'আত, ইসলামী রাজনৈতিক সংগঠন ও বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠনের কর্মী এবং সচেতন মুসল্লী মিলে নিম্নে হলেও বিশ লক্ষ হবে। এই কর্মীবাহিনী সকলেই নামাযী, এদের মনে এ ব্যথা অবশ্যই আছে যে, যদি দেশের সকল মুসলিম সলাত আদায় করতো, ইসলামের পথে চলতো তাহলে এ দেশ ইসলামী সমাজে পরিণত হতো।

তাই এরা যদি প্রত্যেকে তিনজন করে লোককে টার্গেট করে নামাযী বানানোসহ ইসলামের পথে চালাতে চেষ্টা করেন এঁদের মধ্যে হতে যদি বছরে একজনও এপথে আসে তাহলে ইনশাআল্ল-হ আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে দেশের চিত্রই পাল্টে যাবে।

অতএব আসুন, এই আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে সকলেই চেষ্টা করি- ঈমানী দায়িত্ব পালন করি। আল্ল-হ তা'আলা আমাদের সেই তাওফীক্ব দিন- আমীন॥

www.waytojannah.com

Goto List

بسم الله الرحمن الرحيم

ইসলামে বন্ধুত্ব

ভূমিকা ঃ ভালবাসার দ্বারা এক ব্যক্তি যদি অন্যের প্রতি আসক্ত হয় তাকে বলা হয় বন্ধু। আলী (রাঃ) বলেন, যার বন্ধু নেই সেই গরীব। আবূ বাকর (রাঃ) বলেন, সর্বাপেক্ষা দুর্বল ব্যক্তি সে, যার কোন বন্ধু নেই অথবা জুটলেও তারা তাকে পরিত্যাগ করে চলে যায়। তাই প্রত্যেক মানুষই অপরের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক কামনা করে। কিন্তু সবাই কি সবার বন্ধু হতে পারে? কাউকে বন্ধু করতে চাইলে যে বিষয়গুলো একজন আদর্শবান মানুষের জন্য জানা ও মানা জরুরী এ বইয়ে তা তুলে ধরা হলো। আশা করি, এতে মানুষ প্রকৃত বন্ধু ও মুখোশধারী বন্ধুর চরিত্র, বৈশিষ্ট্য বুঝে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবে ইনশা-আল্ল-হ।

বন্ধুত্ব কী ও কেন? ঃ বন্ধু মানেই অন্তরঙ্গ ব্যক্তি। অন্তরঙ্গ ব্যক্তিই উপকারী, হিতৈষী ও সহায়। উপকার ও সহায়তা লাভের জন্য তাই প্রত্যেকের বন্ধু থাকা একান্ত প্রয়োজন। কোন মানুষের কাছে তার বন্ধু হচ্ছে দুর্লভ আশীর্বাদসমূহের অন্যতম। কিন্তু সত্যিকারের বন্ধু তিনিই যিনি সুসময়ে ও অসময়ে, সৌভাগ্যের আনন্দ ও দুর্ভাগ্যের প্রবল যন্ত্রণায় তথা সর্বাবস্থায় একই বৈশিষ্ট্য নিয়ে পাশে থাকেন। তিনি বসন্তের কোকিল, সুসময়ের তোষামোদকারী কিংবা অসময়ে নিরপেক্ষ নন। তিনি সব সময় সরল কল্যাণকামী, কখনও চাটুকার নন। স্বভাবত এ কঠোর পৃথিবীতে এমনি ধরনের কল্যাণকামী বন্ধুর প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। প্রকৃত বন্ধুর সাহচর্য সুসময়ে আনন্দ বাড়ায় এবং দুঃসময়ে দুঃখ কমায়। বন্ধুর উপদেশে ও পরামর্শে যাবতীয় অশ্লীল কুকার্য থেকে বিরত থাকা এবং ভালো কাজে উদ্বুদ্ধ হওয়া সহজ হয়। এক বন্ধুর আদর্শ অনুসরণে অন্যের চরিত্র পরিবর্তিত হয় এবং তাঁরই সাথে মেলামেশা উঠা বসায় চিন্তা ও কর্মের পরিশুদ্ধি ঘটে।

সত্যিকারের বন্ধুর ভূমিকা হবে কল্যাণের পথে চলতে সহায়তা করা। তাই ইসলামের দৃষ্টিতে প্রকৃত বন্ধুত্বের সংজ্ঞা হলো, "যে ব্যক্তি আল্ল-হর পথে পরিচালিত করার চেষ্টা করেন, তাঁরই মনোনীত জীবনাদর্শের অনুসারী হবার ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করেন, সর্বোপরি তাঁরই সন্তুষ্টি লাভের পন্থা দেখিয়ে দেন এবং উক্ত পথে চলার সহায়তা করেন সেই ব্যক্তিই 'বন্ধু' আর উক্ত কারণে গঠিত সম্পর্কই ইসলামী বন্ধুত্ব।

বন্ধুত্বের কারণ ঃ একজন ঈমানদার ব্যক্তি ইসলামকে শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলে বিশ্বাস করেন আর তিনি তাতে শুধু অটলই থাকেন না বরং অন্যের কাছেও নিজ আদর্শের প্রতি দা'ওয়াত দেয়া তাঁর নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে করেন। কেননা নাবী (আলাইহিস সলাতু ওয়াস সালাম) গণের প্রথম এবং প্রধান দায়িত্বই ছিলো দা'ওয়াতে দ্বীন। শেষ নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ) নিজের উম্মাতকে নির্দেশ দেন, "আমার পক্ষ থেকে একটি বাক্য হলেও তা অন্যের কাছে পৌঁছিয়ে দাও" (বুখারী হাঃ ৩২০৩)। স্বয়ং আল্ল-হ তা'আলা আদেশ দেন, "তোমার প্রভুর পথে আহ্বান করো সুকৌশলে ও সুন্দর সুন্দর বক্তব্যের মাধ্যমে"(সূরা আন নাহল, আয়াত ১২৫)। "যে ব্যক্তি আল্ল-হর দিকে আহ্বান করে, তার

www.waytojannah.com

Goto List

চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে?" (সূরা হামিম সাজদাহ)। কাজেই দা'ওয়াতী কাজ করা প্রত্যেকের দায়িত্ব এবং একাজে সফলতার চেষ্টা করাও একান্ত প্রয়োজন।

তাই দা'ওয়াতী কাজের উত্তম পদ্ধতি হচ্ছে বন্ধুত্ব এবং বন্ধুত্বের কাজে সফলতাই দা'ওয়াতী কাজের সফলতা।

এ প্রসঙ্গে সহাবী আবূ যর গিফারী (রাঃ) বলেন, রসূলুল্ল-হ (ﷺ) বলেছেন ঃ সমস্ত কাজের শ্রেষ্ঠ কাজ হচ্ছে আল্ল-হর ওয়াস্তে বন্ধুত্ব করা এবং আল্ল-হর ওয়াস্তে শত্রুতা করা। (আবূ দাউদ, মিশকাত হাঃ ২৯)

সহাবী আবূ যর (রাঃ) আরো বলেন, একদা রসূলুল্ল-হ (ﷺ) আমাদের সম্মুখে এসে বললেন ঃ তোমরা কি জান যে, আল্ল-হ তা'আলার কাছে কোন কাজ সর্বাধিক প্রিয়? এক ব্যক্তি বলে উঠল, সলাত ও যাকাত। আরেকজন বলল, জিহাদ। তখন নাবী (ﷺ) বললেন ঃ নিশ্চয় আল্ল-হ তা'আলার কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় কাজ হলো একমাত্র আল্ল-হর জন্য মহব্বত রাখা এবং আল্ল-হর জন্য শত্রুতা করা।

(আহমাদ, মিশকাত হাঃ ৪৮০১)

উভয় হাদীসের সারমর্ম এই যে, মু'মিনের শত্রুতা-বন্ধুত্ব, দান-খয়রাত সমস্ত কাজই আল্ল-হর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হওয়া উচিত। তবেই সে কামিল মু'মিন হবে। যেহেতু সমস্ত নেক 'আমালের বুনিয়াদ ও যাবতীয় সৎ কাজের কারণই হলো আল্ল-হর মহব্বত। এজন্য এটা সমস্ত কাজ হতে শ্রেষ্ঠ। আর তা ঈমানেরও অঙ্গ।

আবূ উমামা বাহেলী (রাঃ) বলেন, রসূলুল্ল-হ (ﷺ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্ল-হ্র ওয়াস্তে কাউকে ভালবাসবে অথবা আল্ল-হর ওয়াস্তে কারও সাথে শত্রুতা রাখবে এবং আল্ল-হর ওয়াস্তে দান-খয়রাত করবে অথবা আল্ল-হর ওয়াস্তে দান-খয়রাত হতে বিরত থাকবে, সে তার ঈমান পূর্ণ করে নিল। (আবূ দাউদ, মিশকাত হাঃ ২৮)

আবূ উমামা (রাঃ) আরো বলেন, রসূলুল্ল-হ (ﷺ) বলেছেন ঃ এক বান্দা আরেক বান্দাকে আল্ল-হর জন্য মহব্বত করলে সে যেন তার মহা মহীয়ান রবকেই সম্মান করল। (আহমাদ, মিশকাত হাঃ ৪৮০২)

বিশিষ্ট সহাবী আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, রসূলুল্ল-হ (ﷺ) বলেছেন ঃ যদি দু'জন বান্দা মহান আল্ল-হর জন্য একে অপরকে ভালবাসে, অথচ একজন প্রাচ্যে এবং অপরজন পাশ্চাত্যে বাস করে, আল্ল-হ তা'আলা ক্বিয়ামাতের দিন তাদের উভয়কে একত্র করে বলবেন ঃ এই সেই ব্যক্তি যাকে তুমি আমার সন্তুষ্টির জন্য মহব্বত করতে।

(মিশকাত হাঃ ৪৮০৪)

বন্ধু নির্বাচন ঃ আল্ল-হ বলেন-

﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾

মু'মিনগণ যেন অন্য মু'মিনকে ছেড়ে কোন কাফিরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে আল্ল-হ্র সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। তবে যদি তোমরা তাদের পক্ষ থেকে কোন অনিষ্টের আশংকা কর, তবে তাদের সাথে সাবধানতার সাথে

www.waytojannah.com

Goto List

থাকবে, আল্ল-হ্ তা'আলা তাঁর সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করছেন এবং সবাইকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। (সূরা আলু-ইমরান-২৮)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾

হে মু'মিনগণ, তোমরা ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্ল-হ্ জালিমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না। (সূরাহ আল মায়িদাহ-৫১)

আল্ল-হ বলেন,

﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

আল্ল-হ ও পরকালে বিশ্বাসী এমন কোন দল তুমি পাবে না যারা আল্ল-হ ও তাঁর রসূলের বিরোধিতাকারীদেরকে ভালবাসে- হোক না এই বিরোধীরা তাদের পিতা অথবা পুত্র অথবা তাদের ভাই অথবা তাদের জ্ঞাতি গোষ্ঠী। আল্ল-হ এদের অন্তরে ঈমান বদ্ধমূল করে দিয়েছেন, আর নিজের পক্ষ থেকে রূহ দিয়ে তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন। তাদেরকে তিনি দাখিল করবেন জান্নাতে যার তলদেশ দিয়ে বয়ে চলেছে নির্ঝরিণী, তাতে তারা চিরকাল থাকবে। আল্ল-হ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট আর তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। এরাই আল্ল-হ্র দল; জেনে রেখ, আল্ল-হ্র দলই সাফল্যমণ্ডিত।

﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾

তোমাদের বন্ধু তো আল্ল-হ, তার রসূল ও মু'মিনগণ-যারা বিনত হয়ে সলাত কায়িম করে ও যাকাত দেয়। (সূরাহ মায়িদাহ ৫৫)

আলী (রাঃ) বলেন, প্রবীণরা কি বলেছেন জান? তোমার বন্ধুর প্রতি বন্ধুত্ব প্রদর্শন করতেও সীমার মধ্যে থাকবে। কখনো হয়তো সে তোমার শত্রুতে পরিণত হবে এবং তোমার শত্রুর প্রতি শত্রুতা পোষণ করতেও সীমার মধ্যে থাকবে। কখনো হয়তো সে তোমার বন্ধুতেও পরিণত হবে। (আল আদাবুল মুফরাদ ২য় খণ্ড- ১৩৩৮)

আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নাবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছেন : ঈমানদার ব্যতীত কাউকেও সাথী বানিও না। আর পরহেযগার ব্যতীত অন্য কেউ যেন তোমার খানা না খায়। (তিরমিযী, আবূ দাউদ, দারেমী ও মিশকাত হাঃ ৪৭৯৮)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, রসূলুল্ল-হ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষ তাঁর বন্ধুর আদর্শে গড়ে উঠে। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকের লক্ষ্য রাখা উচিত, সে কাকে বন্ধু বানাচ্ছে। (আহমাদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ, মিশকাত হাঃ ৪৭৯৯)

www.waytojannah.com

Goto List

আলী (রাঃ) বলেন, বুদ্ধিমান ও সত্যবাদী ব্যক্তি ছাড়া আর কারো সঙ্গ কামনা করো না। আরবের প্রখ্যাত প্রাজ্ঞ ব্যক্তি লুকমান তার পুত্রকে উপদেশ করে বলেছিলেন, বৎস! একজন জ্ঞানী ও চরিত্রবান লোক খুঁজে বন্ধুত্ব করিও। কেননা, চরিত্রবান, জ্ঞানী ব্যক্তি ফলবান বৃক্ষের ন্যায়। এর ছায়ায় দাঁড়ালে শরীর শীতল হয় এবং উপরে আরোহণ করলে ফল লাভ করা যায়- (সূত্র : কুড়ানো মানিক- মাওঃ মহিউদ্দীন খান)। তাই আয়াত, হাদীস ও জ্ঞানীদের উক্তিকে ভিত্তি করে বন্ধু নির্বাচন করতে হবে কতগুলো বাহ্যিক যোগ্যতার দিকে লক্ষ্য রেখে। যেমন ঃ চাষ যদি করতে হয়, তবে উর্বর জমিতে করলেই ভাল ফসল পাওয়ার আশা থাকে। হাজারো মোমবাতি বা জোনাকী পোকার আলোর চেয়ে একটি মাত্র ইলেকট্রিক লাইট অধিকতর ফলদায়ক। অনুরূপভাবে সমাজে এমন কতগুলো লোক আছে যারা এক জনের প্রভাবে শত শত লোককে প্রভাবিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করতে সক্ষম। অতএব এমন সম্ভাবনাময় সুপ্ত গুণের অধিকারী ব্যক্তিকেই বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করার পরিকল্পনা নিতে হবে। তার মধ্যে প্রাথমিকভাবে খুঁজতে হবে যেসব গুণাবলী তা হচ্ছে– মেধা, চরিত্র, বুদ্ধিমত্তা, কর্মক্ষমতা, সমাজে প্রভাব ইত্যাদি। এসব গুণাবলীর ভিত্তিতে যে ব্যক্তিকে অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন মনে করা হবে তাকেই বন্ধু করার জন্য টারগেট হিসেবে নির্ধারণ করে প্রথমে নিজের অন্তরে জায়গা দিয়ে আন্তরিকভাবে ভালোবেসে অতঃপর হৃদয়-মন দিয়ে একনিষ্ঠভাবে ভালবাসতে পারলেই তাকে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য অগ্রসর হওয়া যায়। অন্যথায় পরাজয় ও ব্যর্থতার আশঙ্কা রয়েছে। যদি ধোঁকা, প্রতারণা বা প্ররোচনার আশ্রয় নেয়া হয়, তাহলে যে কোন মুহূর্তে হোঁচট খেতে হবে। কৃত্রিম ভালোবাসা, তোষামোদ প্রভৃতি জাল টাকার মতো হঠাৎ কোন না কোন মুহূর্তে ধরা পড়ে গেলে অবশ্যই অপমানিত হতে হবে। সুতরাং যাকে অন্তর দিয়ে ভালবাসা যায় তাকেই বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

সত্যিকারের বন্ধুর ভূমিকা হবে আল্ল-হর পথেই চলতে সহায়তা করা এবং তাই হবে প্রকৃত উপকার।

বন্ধুত্বের জন্য আপনার যা জানা ও বুঝা জরুরী ঃ

﴿الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾

"বন্ধুরা সেদিন হয়ে যাবে একজন আরেকজনের দুশমন, তবে মুত্তাকীরা ছাড়া।"

(সূরাহ যুখরুফ : ৬৭)

﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾

"তোমাদের বন্ধু তো আল্ল-হ, তার রসূল ও মু'মিনগণ-যারা বিনত হয়ে সলাত কায়িম করে ও যাকাত দেয়।" (সূরাহ মায়িদাহ ৫৫)

সহাবী আবূ মুসা (রাঃ) আশ্'আরী (রাঃ) বলেন, রসূলুল্ল-হ (ﷺ) বলেছেন ঃ ভাল লোকের সঙ্গ এবং মন্দ লোকের সঙ্গের দৃষ্টান্ত যথাক্রমে কস্তুরী বিক্রেতা আর কামারের হাপরে ফুঁ দানকারীর মত। কস্তুরী বিক্রেতা হয়তো তোমাকে এমনিতেই কিছু দিয়ে দিবে অথবা তুমি তাঁর নিকট হতে কিছু খরিদ করবে অথবা উহার সুঘ্রাণ তুমি পাবে।

www.waytojannah.com

Goto List

আর কামারের হাপরের ফুল্‌কি তোমার জামা-কাপড় জ্বালিয়ে দিবে অথবা তার দুর্গন্ধ তো তুমি পাবেই। (মোত্তাঃ, মিশকাত হাঃ ৪৭৯১)

'উমার (রাঃ) বলেন, যে তোমার সম্মুখে দোষ ধরে সেই প্রকৃত বন্ধু, আর যে সম্মুখে প্রশংসা করে সেই দুশমন।

মনীষী নিজামুল মূল্‌ক বলেন, যে ব্যক্তি দোষ-ত্রুটির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে, সেই তোমার প্রকৃত বন্ধু। আর যারা ত্রুটি বিচ্যুতিকে ঢেকে রাখতে চেষ্টা করে, তারাই তোমার প্রকৃত শত্রু।

মনীষী ইবনুল ফুরাত বলেন, শত্রুকে যদি একবার ভয় কর তবে বন্ধুকে অন্তত দশবার ভয় করিও। কেননা, বন্ধু যদি কোন সময় শত্রুতা করতে উদ্যত হয়, তবে তার কবল হতে আত্মরক্ষা খুবই কঠিন। (সূত্র : কুড়ানো মানিক- মাওঃ মহিউদ্দীন খান)

আপনি অনেক বন্ধুত্বের দা'ওয়াত পাবেন। সময়ে অসময়ে কত লোক আপনার পাশে ঘেঁষতে চাইবে তার হিসেব রাখা দুষ্কর। আপনি হয়তো নিজেকে সঁপে দেবেন তাদের কাছে, নতুবা বিরক্ত হয়ে দূরে সরে থাকতে চেষ্টা করবেন। কিন্তু প্রাথমিকভাবে এর কোনটাই অবলম্বন করা উচিত হবে না।

আপনার কাছে কেউ যদি বন্ধুত্বের দা'ওয়াত নিয়ে আসে, তখন তার সাথে ভালো ব্যবহারটুকু বজায় রেখে আগে যাচাই করবেন নিজের অবস্থা। আপনি কি কচি ছেলে, না যুবক, না বৃদ্ধ, আপনি কি সম্পদশালী, না দারিদ্র্য জর্জরিত, সামগ্রিকভাবে যাচাই করে নির্ণয় করুন, এখন আপনার সুদিন না দুর্দিন। তারপর অতি সতর্কতার মাধ্যমে লক্ষ্য করুন, ঐ ব্যক্তি আপনার কাছে কি কিছু পেতে চায়, না আপনাকে কিছু দিতে চায়। অথবা খেয়াল করে দেখুন, সে কি আপনাকে কোন একটি পথে পরিচালিত করতে চায়, না আপনার পথে সে নিজেকে পরিচালিত করার জন্য আপনার সংস্পর্শ পেতে চায়। অবশ্য এসব বিষয়ে যাচাই করতে গেলে আপনাকে প্রথমে তার সাথে মিশে যেতে হবে। তবে একান্তভাবে নিজের আ'মাল সত্ত্বাকে বিসর্জন দিয়ে নয়। প্রথমে তার আকর্ষণে নিজেকে ধরা দিয়ে একটু ঢিল দেন। তারপর হুঁশিয়ার শিকারীর মতো লক্ষ্য করতে থাকুন সে আপনাকে কোন্ দিকে টেনে নিতে চায় বা আপনার কাছ থেকে কী পেতে চায় অথবা আপনাকে কী দেয়ার চেষ্টা করে। কথা ও কাজের ভেতর দিয়ে যাচাই করতে হবে তার জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য কী এবং তার বন্ধুত্বের প্রকৃত কারণই বা কী? তাকে যাচাই করার বিভিন্ন কলাকৌশল আপনার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের উপরই নির্ভরশীল।

আপনি একজন যুবক। টাকা পয়সা বৈষয়িক সম্পত্তি আপনার কম নয়। এমতাবস্থায় আপনারই প্রায় সমবয়সী কেউ বন্ধুত্বের ডাক নিয়ে আপনার কাছে হাজির। তখন আপনি তাকে খুব সহজেই যাচাই করতে পারেন যে, সে কোন্ উদ্দেশ্যে আপনার বন্ধুত্ব কামনা করে। মাত্র অল্প কতক পয়সা খরচ করলেই বুঝতে পারবেন। প্রথমে ভালভাবে দু'একবার নাস্তা করিয়ে পরে তা বন্ধ করে দিন। সিলসিলাটি বন্ধ হওয়ায় বন্ধুর মন-বদলের পরিবর্তন ঘটে কি না দেখুন। তা যদি ঘটে থাকে তবে বুঝতে হবে

www.waytojannah.com

Goto List

যে, ঐ রেঁস্তোরা পর্যন্তই তার বন্ধুত্ব। তাতে যদি বুঝতে অক্ষম হয়ে থাকেন, তবে তাকে কিছু টাকা-পয়সা ধার দিয়ে বা আমানত দিয়ে সহজেই পরীক্ষা করতে পারেন তার সততা। তখন আপনাকে মনে রাখতে হবে যে, মুনাফিক্বের একটি লক্ষণ আমানত খিয়ানাত করা। সুতরাং আপনার পরীক্ষায় যদি বন্ধুটি মুনাফিক্ব সাব্যস্ত হয়ে থাকে তবে কখনও এমন ব্যক্তির পাল্লায় পড়বেন না। এতেও যদি আপনি বন্ধুটি নির্বাচনে বা যাচাইয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত লাভ করতে অপারগ হন তাহলে ভিন্ন কৌশলে পরীক্ষা করুন।

এমনিভাবেই সাধারণতঃ আপনি সুসময়ের বন্ধু, বসন্তের কোকিল, তোষামোদকারী-চাটুকার এবং প্রকৃত বন্ধুর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারেন। যে কোন উপায়েই হোক, আপনি যখন দেখতে পাবেন তার গতিবিধি সুবিধাজনক নয়, তখন আস্তে করে দূরে সরে পড়ুন।

ব্যক্তিত্ব বন্ধুত্বের অন্তরায় নয় : উন্নতমানের বন্ধুর সংস্পর্শে যদিও নিম্নমানের বন্ধুর গুণের বিকাশ ঘটে, তথাপি প্রথমোক্ত ব্যক্তির গুণের পরিমাণ কিছুমাত্র কমে না। বরং উভয়ের গুণাবলী আরো উন্নত হয়ে এক মহান লক্ষ্যের পানে ধাবিত হয়। বিশেষতঃ উভয়ের সামনে উপস্থিত থাকে আরো উন্নতমানের সর্বোত্তম চরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের নজির সুন্দরতম আদর্শ 'উসওয়াতুন্ হাসানাহ্'। সেই সুন্দরতম আদর্শের অধিকারী বিশ্ববাসীর একমাত্র নির্ভুল পথ প্রদর্শক ও নেতা মুহাম্মাদ (ﷺ) সকলের বন্ধু এবং তাঁর সাথে সহাবায়ি কিরামের সম্পর্কই বন্ধুত্বের উন্নততর ধাপ– ভ্রাতৃত্বের শিক্ষণীয় বিষয় হওয়া উচিত।

ইসলামী আদর্শের অনুসারী উত্তম বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তির বন্ধুত্বের আহ্বানে অবহেলা করা কোনক্রমেই সমীচীন হবে না। যখনই আপনি একজন সত্যিকারের বন্ধু পাবেন তাকে অন্তরে গ্রহণ করুন এবং জড়িয়ে রাখুন চিরতরে প্রেম-প্রীতির ও আন্ত রিকতার ইস্পাত কঠিন শৃঙ্খলে বেষ্টন করে।

বন্ধুত্ব টিকিয়ে রাখার কৌশল : বন্ধুত্ব করাটা যদি 'সাইন্স' হয় তা টিকিয়ে রাখাটি হবে আর্টস। বন্ধুত্ব চর্চা, আচার ব্যবহারের ভারসাম্য ও আনুপাতিক হার এবং সম্পর্কের দৃঢ়তা ও মজবুতির উপরই স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। বন্ধুত্বকে মায়া মমতা ও ভালোবাসাতেই পরিপুষ্ট করে তুলতে হবে। দয়া ও উদারতার মাধ্যমে তাকে সবসময় প্রফুল্ল রাখতে হবে। তাকে কেন্দ্র করে এক সুন্দর ও আকর্ষণীয় পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে।

প্রত্যেক ব্যক্তিকে কিছু গুণাবলীর অধিকারী হতে এবং কিছু দোষ পরিত্যাগ করতে হবে। ক্ষমার নীতি অবলম্বন করতে হবে। বন্ধুর কাছ থেকে কিছু পাওয়ার পরিবর্তে তাকে অধিকতর কিছু দেওয়ার লক্ষ্য থাকতে হবে। তার সুবিধা-অসুবিধা, সুখ দুঃখ সবকিছুতেই অত্যন্ত সংবেদনশীল হতে হবে। নিজের জন্য যা পছন্দ হয় বন্ধুর (ভাইয়ের) জন্যও তা' পছন্দ করতে হবে। বন্ধুকে সতর্ক প্রহরা ও পুনঃ পুনঃ সংস্কার বা গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে সদা সংশোধিত ও সংঘবদ্ধ রাখার চেষ্টা করতে হবে। অন্য কথায় সমাজে নিজে যদি একজন সার্বক্ষণিক সৎ ও সুনাগরিক হিসেবে টিকে থাকার চেষ্টা করেন, তবে তাই হবে বন্ধু মহলের সাথে সম্পর্ক যথাযথ টিকিয়ে রাখার

www.waytojannah.com

Goto List

উত্তম ও একমাত্র উপায়। অপর দিকে সন্দেহ, গীবত, অপবাদ, গর্ব ও অহঙ্কার, আত্মপূজা, হিংসা বিদ্বেষ, কুধারণা, একগুঁয়েমি ও বাজে তর্ক, সংকীর্ণতা এবং আমানত খিয়ানত ইত্যাদির ফলে আপনার বন্ধুত্ব হঠাৎ করে কাঁচ পাত্রের ন্যায় ভেঙ্গে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে।

বিপদ ও ধ্বংসের কারণ হয় যে বন্ধু :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ﴾

"হে মু'মিনগণ! তোমরা তোমাদের নিজেদের লোক ছেড়ে অন্য কাউকেও বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, কারণ তারা তোমাদেরকে নষ্ট করতে ত্রুটি করবে না, তারা কেবল তোমাদের দুর্ভোগ কামনা করে, বস্তুতঃ তাদের মুখেও শত্রুতা প্রকাশিত হয়ে পড়ে এবং তাদের অন্তর যা লুকিয়ে রাখে তা আরও ভয়ঙ্কর, আমি তোমাদের কাছে তাদের লক্ষণগুলো স্পষ্ট করে দিলাম, যদি তোমরা অনুধাবন কর।" (সূরাহ আলু-ইমরান ১১৮)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ﴾

"হে মু'মিনগণ! তোমরা এমন সম্প্রদায়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব করো না আল্ল-হ যাদের প্রতি রাগান্বিত। তারা পরকাল সম্পর্কে তেমনি নিরাশ যেমন ক্ববরবাসী কাফিররা নিরাশ (কারণ তারা পরকালকে অবিশ্বাস করার কারণে তার জন্য কোন প্রস্তুতি গ্রহণ করেনি।)" (সূরাহ মুমতাহিনা ১৩)

﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا﴾

"কিতাবে তোমাদের নিকট তিনি নাযিল করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে আল্ল-হ্র আয়াতের প্রতি কুফরী হচ্ছে এবং তার প্রতি ঠাট্টা করা হচ্ছে, তখন তাদের নিকট বসো না যে পর্যন্ত তারা অন্য আলোচনায় লিপ্ত না হয়, নচেৎ তোমরাও তাদের মত হয়ে যাবে, নিশ্চয় আল্ল-হ মুনাফিক্ব ও কাফিরদের সকলকেই জাহান্নামে একত্রিত করবেন।" (সূরাহ আন-নিসা ১৪০)

যে যাকে ভালবাসে পরকালে তাঁরই সাথী হবে ঃ বিশিষ্ট সহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেন,) এক ব্যক্তি রসূলুল্ল-হ (ﷺ)'র দরবারে এসে আরয করল ঃ হে আল্ল-হর রসূল! ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে আপনি কী বলেন, যে ব্যক্তি (নেককার) কোন কাওমকে ভালবাসে কিন্তু নেক 'আমালের দিক দিয়ে তাদের সাথে মিলতে (তাদের সমকক্ষ হতে) পারছে না? জবাবে রসূলুল্ল-হ (ﷺ) বলেন ঃ যে যাকে ভালবাসে সে (পরকালে) তাঁর সাথেই থাকবে। (বুখারী, মুসলিম, রিয়াদুল জান্নাত হাঃ ২৪৭)

www.waytojannah.com

Goto List

'উমার (রাঃ) বলেন, নির্বোধের বন্ধুত্ব থেকে দূরে থাক। কারণ, সে উপকার করতে চাইলেও তার দ্বারা তোমার ক্ষতি হয়ে যাবে।

আলী (রাঃ) বলেন, বন্ধুর শত্রুর সাথে বন্ধুত্ব করোনা, করলে বন্ধু হারাবে। এমন লোকের বন্ধুত্ব বিশ্বাস করো না, যে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে না।

আলী (রাঃ) বলেন, মুর্খ লোকের সাথে বন্ধুত্ব করো না, মিথ্যাবাদীর সাথে থেকোনা এবং কৃপণ লোকের সঙ্গে মিশো না।

এমন লোকের সঙ্গ গ্রহণ করিওনা যে তোমার দোষগুলো মনে রাখে ও গুণ গুলো ভুলে যায়। (সূত্র : কুড়ানো মানিক)

কোন সামাজিক কাজে ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্রমূলক ক্রিয়া কলাপের জন্য দলবদ্ধ হওয়ার লক্ষ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন অথবা একজনকে নিজের বন্ধু বানিয়ে অন্যের শত্রুতে পরিণত করা কিংবা অন্যের বিরুদ্ধে তাকে নিজের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা মারাত্মক ও জঘন্যতম অপরাধ।

সৎ ও চরিত্রবানদের সাথে বন্ধুত্ব লাভ ঃ

﴿وَمَنْ يَتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ﴾

"যে কেউ আল্ল-হ ও তাঁর রসূল এবং ঈমানদারগণকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে সে দেখতে পাবে যে আল্ল-হ্‌র দলই বিজয়ী হবে।" (সূরা আল-মায়িদাহ ৫৬)

সহাবী আবূ রাযীন (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা রসূলুল্ল-হ (ﷺ) তাকে বললেন : আমি কি তোমাকে দীন ইসলামের বুনিয়াদী বিষয় সম্পর্কে অবগত করব না যা দ্বারা তুমি দুন্‌ইয়া ও আখিরাতের কল্যাণ লাভ করতে পারবে? তুমি সর্বদা 'আহলে যিকরের' (অর্থাৎ যারা আল্ল-হ তা'আলার যিক্‌রে রত থাকে, তাদের) সাহচর্য অবধারিত করে নাও। আর যখন একাকী হও তখন সাধ্যনুযায়ী আল্ল-হ তা'আলার যিক্‌রে আপন রসনাকে রত রাখ। আর আল্ল-হ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য কাউকে ভালবাসবে এবং আল্ল-হ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য কারো সাথে শত্রুতা রাখবে। হে আবূ রাযীন! তুমি কি জান? যখন কোন ব্যক্তি তার কোন (মুসলিম) ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে নিজের ঘর হতে বাহির হয় তখন তাঁর পিছনে সত্তর হাজার মালাইকা (ফেরেশতা) থাকে। তাঁরা সকলে তাঁর জন্য দু'আ করে এবং বলে : হে আমাদের রব! এই ব্যক্তি শুধুমাত্র তোমার সন্তুষ্টির জন্য (তাঁর ভাইয়ের সাথে) মিলিত হয়েছে। অতএব, তুমিও তাকে তোমার অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত কর। সুতরাং তুমি যদি তোমার দেহকে এই কাজে ব্যবহার করতে পার তবে তাই কর। (মিশকাত হাঃ ৪৮০৫)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, রসূলুল্ল-হ (ﷺ)'র সঙ্গে ছিলাম, তখন রসূলুল্ল-হ (ﷺ) বললেন : জান্নাতে অবশ্য ইয়াকুত পাথরের স্তম্ভসমূহ রয়েছে, যার উপরে জমরুদের বালাখানা রয়েছে। এর দ্বারসমূহ সর্বদা উন্মুক্ত-যা উজ্জ্বল তারকারাজির মত চক্‌চক্ করছে। সহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রসূলুল্ল-হ! এতে কারা বসবাস করবে? তিনি বললেন ঃ ঐ সমস্ত লোকেরা-যারা একমাত্র আল্ল-হর সন্তুষ্টির জন্য

www.waytojannah.com

Goto List

পরস্পরের সাথে মহব্বত রাখে, আল্ল-হর মহব্বতে একত্রে বসে এবং আল্ল-হর সন্তুষ্টির জন্য পরস্পরে সাক্ষাৎ করে। (মিশকাত হাঃ ৪৮০৬)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, রসূলুল্ল-হ (ﷺ) বলেছেন ঃ ক্বিয়ামাতের দিন আল্ল-হ তা'আলা বলবেন ঃ আমার সুমহান ইজ্জতের খাতিরে যারা পরস্পরে ভালবাসা স্থাপন করেছে তাঁরা কোথায়? আজ আমি তাদেরকে আমার বিশেষ ছায়ায় স্থান দিব। আজ এমন দিন, আমার ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া নেই। (মুসলিম, মিশকাত হাঃ ৪৭৮৭)

সহাবী মু'য়ায ইবনু জাবাল (রাঃ) বলেন, আমি রসূলুল্ল-হ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, আল্ল-হ তা'আলা বলেছেন : যারা আমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে পরস্পরকে ভালবাসে, আমার উদ্দেশে সমাবেশে মিলিত হয়, আমার উদ্দেশে পরস্পরে সাক্ষাৎ করে এবং আমার উদ্দেশ্যেই নিজেদের মাল-সম্পদ ব্যয় করে–আমার ভালবাসা তাদের জন্য অবধারিত।–মালিক। আর তিরমিযীর এক বর্ণনায় আছে, রসূলুল্ল-হ (ﷺ) বলেছেন : আল্ল-হ তা'আলা বলেন : আমার মর্যাদার খাতিরে যারা পরস্পর ভালবাসা স্থাপন করে,তাদের জন্য (পরকালে) নূরের এমন সুউচ্চ মিনার হবে যে, তাদের জন্য নাবী ও শহীদগণও ঈর্ষা করবেন। (মিশকাত হাঃ ৪৭৯২)

আমর (রাঃ) বলেন, রসূলুল্ল-হ (ﷺ) বলেছেন ঃ আল্ল-হর বান্দাদের মধ্যে এমন কতিপয় লোক আছে, যারা নাবীও নন এবং শহীদও নন। কিন্তু ক্বিয়ামাতের দিন আল্ল-হ তা'আলার কাছে তাদের মর্যাদা দেখে নাবী, শহীদগণও ঈর্ষা করবেন। সহাবাগণ আরয করলেন, ইয়া রসূলুল্ল-হ! আমাদেরকে বলুন কে তাঁরা? তিনি বললেন : তাঁরা এমন এক সম্প্রদায় যারা শুধু আল্ল-হর রূহ (অর্থাৎ কুরআনের সম্পর্ক) দ্বারা একে অপরকে ভালবাসে। অথচ তাদের মধ্যে কোন প্রকারের আত্মীয়তা নেই এবং তাদের পরস্পরে মাল-সম্পদের লেন-দেনও নেই। আল্ল-হর কসম! তাদের চেহারা হবে জ্যোতির্ময় এবং তাঁরা উপবিষ্ট হবেন নূরের উপরে। তাঁরা ভীত-সন্ত্রস্ত হবে না, যখন সমস্ত মানুষ ভীত থাকবে। তাঁরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবেনা, যখন সমস্ত মানুষ দুশ্চিন্তায় নিমগ্ন থাকবে। অতঃপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করলেন :

"জেনে রাখ! নিশ্চয় আল্ল-হর বন্ধুদের কোন ভয় নেই এবং তাঁরা দুশ্চিন্তা গ্রস্তও হবেন না।" (আবূ দাউদ, মিশকাত হাঃ ৪৭৯৩)

বন্ধুর সাথে সাক্ষাতে লাভ : আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) নাবী রসূলুল্ল-হ (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি অন্য এক বসতিতে তার (মুসলিম) ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বের হলো। আল্ল-হ তা'আলা তার গমন পথে একজন অপেক্ষমান মালাইকা বসিয়ে দিলেন। (লোকটি তথায় পৌঁছলে) মালাইকা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা রাখ? সে বলল, ঐ গ্রামে আমার একজন ভাই আছে, তাঁর সাক্ষাতে যাচ্ছি। মালাইকা জিজ্ঞেস করলেন, তাঁর কাছে তোমার কোন অনুগ্রহ আছে কি? যার বিনিময় লাভের জন্য তুমি যাচ্ছ। সে বলল, না। আমি তাকে একমাত্র আল্ল-হর তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য ভালবাসি (তাই)। তখন মালাইকা বললেন ঃ আমি আল্ল-হ

www.waytojannah.com

Goto List

তা'আলার পক্ষ হতে তোমার কাছে এই সংবাদ দেয়ার জন্য প্রেরিত হয়েছি যে, আল্ল-হ তোমাকে অনুরূপ ভালবাসেন যেরূপ তুমি আল্ল-হর সন্তুষ্টির জন্য তাকে ভালবাস।

(মুসলিম, মিশকাত হাঃ ৪৭৮৮)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নাবী কারীম (ﷺ) বলেছেন ঃ যখন কোন মুসলিম তাঁর কোন রুগ্ন ভাইয়ের পরিচর্যায় যায় এবং তাঁর সাক্ষাতে যায়, তখন আল্ল-হ তা'আলা বলেন ঃ তুমি উত্তম কাজ করেছ। তোমার পদচারণা উত্তম হয়েছে এবং তুমি জান্নাতে বাসস্থান তৈরি করে নিয়েছ। (তিরমিযী, মিশকাত হাঃ ৪৭৯৫)

সহাবাদের বন্ধুত্বের নমুনা ঃ রসূল (ﷺ) যখন মুহাজিরদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব করলেন, তখন তিনি 'উসমানের সাথে 'আবদুর রহমান বিন 'আওফ (রাঃ)-এর ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দিলেন। 'উসমান (রাঃ) বললেন, আমার দু'টি বাগিচা আছে যেটা খুশি গ্রহণ করুন। তিনি বললেন, আল্ল-হ আপনার বাগিচা বারাকাতময় করুন- এটাই আমার কামনা। আমার বাগিচার প্রয়োজন নেই। এবার রসূল (ﷺ) মুহাজির আনসারদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব কায়িম শুরু করেন। রসূল (ﷺ) সা'দ বিন রাবীর সঙ্গে 'আবদুর রহমান বিন 'আওফের ভ্রাতৃত্ব কায়িম করে দেন। সা'দ বিন রাবী বলেন, আপনি আমার ধন-সম্পত্তির অর্ধেক গ্রহণ করুন। আমার দু'টি স্ত্রী আছে, যেটাকে আপনার পছন্দ হয় আমি সেটাকে তুলাক্ব দিব, আপনি ইদ্দতের পর বিবাহ করে নিবেন

(সূত্র : আহলে হাদীস দর্পণ, বুলেটিন- ৫৯, ৩ পৃঃ)

আহবান

আসুন! আল্ল-হর সুন্তুষ্টির লক্ষ্যেই বন্ধুত্ব স্থাপন করে ও বন্ধুত্ব ছিন্ন করে এর দ্বারা ঈমান পূর্ণ করি। দুনইয়ার সকল খারাবি থেকে বাঁচার জন্য বন্ধু তালাশ করি এবং ইসলামী সমাজ গঠনে ঐক্যবদ্ধভাবে ভূমিকা রাখি। আল্লাহ আমাদের তাওফিক দিন। আমীন!

সূত্র ঃ আল কুরআন, সহীহুল বুখারী, আধুনিক প্রকাশনী, জামে আত-তিরমিযী-ইঃ সেঃ, মিশকাত- এমদাদিয়া লাইব্রেরী, রিয়াদুল জান্নাত, দা'ওয়াতী কাজের সফলতা, মনিষীদের বাণী সংকলন, দা'ওয়াতের গুরুত্ব ও অবহেলার পরিণাম-আহলে হাদীস দর্পণ, নবীদের দাওয়াতী নীতি- মূল : ড. আশ শাইখ রাবী' বিন হাদী উমাইর আল মাদখালী, আমরা দাওয়াতের কাজ কিভাবে করব- আব্দুল বারী সাকার, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর দাওয়াত ও তাবলীগ- এ. এ. এম. মোক্তাকুর রহমান, ইসলামী দাওয়াতের পদ্ধতি ও আধুনিক প্রক্ষাপট- ড. মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান আনওয়ারী।

www.waytojannah.com

Goto List

তা'আলার পক্ষ হতে তোমার কাছে এই সংবাদ দেয়ার জন্য প্রেরিত হয়েছি যে, আল্ল-হ তোমাকে অনুরূপ ভালবাসেন যেরূপ তুমি আল্ল-হর সন্তুষ্টির জন্য তাকে ভালবাস।

(মুসলিম, মিশকাত হাঃ ৪৭৮৮)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নাবী কারীম (ﷺ) বলেছেন ঃ যখন কোন মুসলিম তাঁর কোন রুগ্ন ভাইয়ের পরিচর্যায় যায় এবং তাঁর সাক্ষাতে যায়, তখন আল্ল-হ তা'আলা বলেন ঃ তুমি উত্তম কাজ করেছ। তোমার পদচারণা উত্তম হয়েছে এবং তুমি জান্নাতে বাসস্থান তৈরি করে নিয়েছ। (তিরমিযী, মিশকাত হাঃ ৪৭৯৫)

সহাবাদের বন্ধুত্বের নমুনা ঃ রসূল (ﷺ) যখন মুহাজিরদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব করলেন, তখন তিনি 'উসমানের সাথে 'আবদুর রহমান বিন 'আওফ (রাঃ)-এর ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দিলেন। 'উসমান (রাঃ) বললেন, আমার দু'টি বাগিচা আছে যেটা খুশি গ্রহণ করুন। তিনি বললেন, আল্ল-হ আপনার বাগিচা বারাকাতময় করুন- এটাই আমার কামনা। আমার বাগিচার প্রয়োজন নেই। এবার রসূল (ﷺ) মুহাজির আনসারদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব কায়িম শুরু করেন। রসূল (ﷺ) সা'দ বিন রাবীর সঙ্গে 'আবদুর রহমান বিন 'আওফের ভ্রাতৃত্ব কায়িম করে দেন। সা'দ বিন রাবী বলেন, আপনি আমার ধন-সম্পত্তির অর্ধেক গ্রহণ করুন। আমার দু'টি স্ত্রী আছে, যেটাকে আপনার পছন্দ হয় আমি সেটাকে তুলাক্ব দিব, আপনি ইদ্দতের পর বিবাহ করে নিবেন।

(সূত্র : আহলে হাদীস দর্পণ, বুলেটিন- ৫৯, ৩ পৃঃ)

আহবান

আসুন! আল্ল-হর সুন্তুষ্টির লক্ষ্যেই বন্ধুত্ব স্থাপন করে ও বন্ধুত্ব ছিন্ন করে এর দ্বারা ঈমান পূর্ণ করি। দুনইয়ার সকল খারাবি থেকে বাঁচার জন্য বন্ধু তালাশ করি এবং ইসলামী সমাজ গঠনে ঐক্যবদ্ধভাবে ভূমিকা রাখি। আল্লাহ আমাদের তাওফিক দিন। আমীন!

সূত্র ঃ আল কুরআন, সহীহুল বুখারী, আধুনিক প্রকাশনী, জামে আত-তিরমিযী-ইঃ সেঃ, মিশকাত-এমদাদিয়া লাইব্রেরী, রিয়াদুল জান্নাত, দা'ওয়াতী কাজের সফলতা, মনিষীদের বাণী সংকলন, দা'ওয়াতের গুরুত্ব ও অবহেলার পরিণাম-আহলে হাদীস দর্পণ, নবীদের দাওয়াতী নীতি- মূল : ড. আল শাইখ রাবী' বিন হাদী উমাইর আল মাদখালী, আমরা দাওয়াতের কাজ কিভাবে করব- আব্দুল বাদী সাকার, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর দাওয়াত ও তাবলীগ- এ. এ. এম. মোস্তাকুর রহমান, ইসলামী দাওয়াতের পদ্ধতি ও আধুনিক প্রক্ষাপট- ড. মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান আনওয়ারী।

www.waytojannah.com